টাকা দিয়ে টেঁপীর জন্যে একটা লোক রেখেছি, বাকি ২০৲ টাকা আমি দুতিনটী মেয়ের লেখাপড়া শেখ্‌বার সাহায্যের জন্যে দিতে চাই। এমন মেয়ে কি জানেন?

হরেন্দ্র। মেয়ের অভাব কি? আমাদের প্রচারক মহাশয়দের দুতিন জনের মেয়ে আছে, পড়াবার খরচের অভাবে, লেখাপড়ার ভাল বন্দোবস্ত হচ্চে না।

নয়ন-তারা। ঠিক, ঠিক, তাঁদের দিলে অতি সৎপাত্রেই দেওয়া হবে। তিনটী মেয়ের জন্যে মাসে ২০৲ টাকা দিলে একপ্রকার সাহায্য হবে, কি বলেন?

হরেন্দ্র। তা আর হবে না?

নয়ন-তারা। তবে আপনাকে একবার গিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আস্‌তে হবে।

হরেন্দ্র। সেটা আর কঠিন কি?

নয়ন-তারা। কিন্তু আমি যে মেয়ে তিনটীকে সাহায্য কর্‌বো, মাঝে মাঝে তাদের এখানেই হোক, আর কল্‌কেতায় কাকার বাড়ী গিয়েই হোক এনে কেমন শিখ্‌ছে দেখ্‌ব; তাতে কি তাঁদের আপত্তি হবে?

হরেন্দ্র। আশা করিত হবে না।

নয়ন-তারা। সেটা আপনি বল্‌তে ভুল্‌বেন না; কারণ যাদের সাহায্য করা যাবে, তারা কেমন শিখ্‌ছে সেটাওত মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত।

হরেন্দ্র। তার সন্দেহ কি?

ইহার পরেই হরেন্দ্র টুনী ও পটলাকে পড়াইবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

চুঁচড়ার গঙ্গাধারের রাস্তার পার্শ্বে ইংরাজদের একটী খেলার ঘর আছে। যখন চুঁচড়ার বারিকে সৈন্যদল থাকিত, তখন বোধ হয় সৈনিকগণের ক্রীড়ার জন্য ঐ ঘরটী নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সৈন্যদল চলিয়া যাইবার পর যে দুই চারিজন ইংরাজ সহরে থাকিতেন, তাঁহারা ঐ স্থানটীকে ক্রীড়ার্থ ব্যবহার করিতেন না। এইরূপে উহা বহু বৎসর পড়িয়াই ছিল। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে, কতিপয় ইংরাজ যুটিয়া স্থানটীকে আবার ক্রীড়ার্থ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া, ঘাস লাগাইয়া, রাজপথের পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিন প্রাতে তাঁহারা সেখানে আসিয়া খেলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পরিষ্কার ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া যাইবার নিয়ম নাই; যদি কেহ লইয়া যায়, তবে সে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে; এই মর্ম্মে ইংরাজিতে একটী কাষ্ঠ ফলকে লিখিয়া একটী বৃক্ষের গায়ে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গরীব লোকে তার অর্থ কি বোঝে? সে খানা যে বৃক্ষের গায়ে আছে, তাই অনেকে জানে না।

একদিন অপরাহ্ণে হরেন্দ্র তাঁর স্পোর্টিং ক্লবের খেলার পর, ছেলেদের সঙ্গে আসিবার সময়, দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, যে পূর্ব্বোক্ত ভূমিখণ্ডের সম্মুখস্থ রাস্তাতে একখানা চাউলের বস্তা বোঝাই গরুর গাড়ী চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর একখানি গাড়ী আনিয়া তৎপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া লোকে বস্তাগুলি একগাড়ী হইতে আর একগাড়ীতে তুলিতেছে। ইতিমধ্যে উত্তর দিক হইতে আর একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। রাস্তাতে দুখানি গাড়ী পাশাপাশি রহিয়াছে, সুতরাং আর একখানির যাইবার পথ নাই বলিলেই হয়। এইরূপ সঙ্কট অবস্থাতে নবাগত গাড়ীর গাড়োয়ান, গত্যন্তর না দেখিয়া, একটু বাঁকিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া আপনার গাড়ীখানি বাহির করিয়া লইয়া গেল। হরেন্দ্র দেখিতে পাইলেন, অমনি একজন পাহারাওলা কোথায় ছিল, নবাগত

গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহার গতিরোধ করিল; ও গাড়োয়ানের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। হরেন্দ্র সঙ্গীদিগকে বলিলেন—"দেখ হে বোধ হয় ঐ পাহারাওয়ালাটা বেচারা গাড়োয়ানের কাছে ঘুস আদায় কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।"

প্রথম সঙ্গী। কেন ওর অপরাধ কি?

হরেন্দ্র। আরে ছাই ঐ কোণের দেবদারু গাছটার গায়ে একখানা কাঠের ফলক আছে দেখনি? তাহাতে লেখা আছে ঐ ঘাসের উপর দিয়ে গাড়ী নেয়ান নিষেধ। বেচারা গাড়োয়ান না জেনে ঐ জমির উপর দিয়ে গাড়ী নিয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় সঙ্গী। লেখাটা ত ইংরাজীতে, গরীব লোকে বুঝবে কি করে?

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) তা বললে কি হয়, সভ্যসমাজের আইনের একটা মূলমন্ত্র জাননা?—ignorance of law is no excuse, আইন জানিনা একথা বলে কারু নিস্তার পাবার উপায় নেই। আইনটা মানুষকে জেনে নিতে হবে।

তৃতীয় সঙ্গী। ঐ জন্যেই ত বলি যত আইনের বৃদ্ধি ততই গরীবের লাঞ্ছনা। চলুন্ না দেখি পাহারাওয়ালাটা কি করে।

এই বলিয়া তাঁহারা ঘটনার স্থানের নিকটস্থ হইলেন এবং পাহারাওয়ালা যাহাতে জানিতে না পারে, যে তাঁহারা তার আচরণ দেখিতেছেন, এইরূপ করিয়া দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে পাইলেন গাড়োয়ান বলিতেছে, "বাবা আমার কাছে চারি আনার বেশী পয়সা নেই, থাকলে দিতাম।" পাহারাওয়ালা বলিতেছে "না আট আনা দিতেই হবে।" গাড়োয়ান তাহা দিতে অসমর্থ হওয়াতে পাহারাওয়ালাটা গরুর মুখের দড়ি ছাড়িয়া গাড়োয়ানকে লাঠির গুঁতা মারিতে লাগিল; এবং গাড়োয়ান "বাপ্ রে মা রে" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন হরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গাড়ীর নিকটে গিয়া পাহারাওয়ালাকে বলিলেন "তুমি ওকে মারছ কেন?"

পাহারাওয়ালা। তুমারা ক্যা! তুম্ কোন্ হো? উস জমিন পর গাড়ী লেযানেকা হুকুম নহি হ্যায়। শালা লোক জান বুঝ কর ভী গাড়ী লে কর উসী জমিনসে যাতে হেঁ।

হরেন্দ্র। দেখছত বাপু দুখানা গাড়ীতে রাস্তা আটক আছে, বেচারা করে কি? কাজেই জমির উপর দিয়ে গিয়েছে। কেন মিছে গোল কর? ওকে ছেড়ে দেও—যেতে দেও।

পাহারাওয়ালা। (ক্রুদ্ধ ভাবে) তোমারা হুকুমসে ছোড়েঙ্গে! (পুনরায় লাঠির গুঁতা)।

হরেন্দ্র। (বিরক্ত ভাবে) মারিস্‌নে বল্‌চি, তুই ওকে থানায় নিয়ে যেতে পারিস, মারবার কে? তুই ওকে মেরেছিস্ ও আট আনা পয়সা চেয়েছিস্, আমরা শুনেছি ও দেখেছি তোর নামে রিপোর্ট কর্‌ব।

এই কথা বলিবামাত্র পাহারাওয়ালা কুপিত হইয়া অতি অভদ্র ভাষায় তাঁহাকে গালাগালি দিতে লাগিল এবং বেচারা গাড়োয়ানকে দ্বিগুণ বলের সহিত লাঠির গুঁতা মারিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন হরেন্দ্র পাহারাওয়ালার হাতখানা ধরিলেন। যেই হাতখানা ধরা অমনি বাছাধন একেবারে কাবু। "মরণাপন্ন সিং" "যাই যাই সিং" "গঙ্গাযাত্রা সিং" "এখন তখন সিং" প্রভৃতি বেঙ্গল পুলিসের পাহারাওয়ালাগণ সকলের সুপরিচিত। এই মহাপ্রভুরা স্বদেশে থাকিতে, ব্রাহ্মণ হইলে রেলওয়ে ষ্টেশনে পানিপাঁড়ে হইয়া থাকেন। অন্য জাতি হইলে মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে এমন কাজ নাই যে করেন না। সে দেশে ইহাদের এমনি অবস্থা যে অধিকাংশ দিন এক মুষ্টি ছাতু অথবা দুটা কাঁচা শসা কি কাঁচা মূলা খাইয়া দিন কাটান। এদেশে আসিবার সময় কোমরে দড়ি ও লোটা বাঁধিয়া, মস্ত মস্ত নাগরা জুতা পায়ে দিয়া, মস্ মস্ করিয়া সমুদয় ট্রঙ্ক রোডটী মাড়াইয়া আসেন। ফিরিবার সময় প্লীহা যকৃৎ ও চক্ষের ক্ষীণজ্যোতি লইয়া জাতি কুটুম্বের স্কন্ধে হাত দিয়া ফিরিয়া যান। রেল ইহাদের জন্য নহে। অথচ ইহারাই যখন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন ও বেঙ্গল পুলিশের পরিচ্ছদ লাভ করিয়া পাহারাওয়ালা অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহাদের বিক্রম সিংহের অধিক হয়! তখন ছোট লাটও ইহাদের নিকট লাগেন না। তখন ইহাদের ঔদ্ধত্যের সীমা পরিসীমা থাকে না। তখন এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি অবজ্ঞা সাংক্রমিক রোগের ন্যায় ঊর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারীর সংশ্রবে ইহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে; এবং ধনী দরিদ্র সকলকেই অপমান করিতে ছাড়েন না। যাহা হউক অন্তকার পাহারাওয়ালাটি বড় শক্ত হাতেই পড়িয়াছে! হরেন্দ্র তাহার হাতখানি ধরিয়া লাঠিগাছটী কাড়িয়া লইয়া নিকটস্থ একটী বালককে রাখিবার জন্য দিলেন। ইতিমধ্যে গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া ৮।১০ হাত অগ্রসর হইয়া গেল। তিনি হাত ছাড়িবামাত্র পাহারাওয়ালা তাঁহাকে

কতকগুলি কটূক্তি করিয়া আবার গাড়োয়ানকে মারিবার জন্য দৌড়িল। হরেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন ও বলিতে লাগিলেন তুমি ওকে মের না থানায় নিয়ে চল, সেথানে ইনেস্‌পেক্টার সাহেব যা বিচার করেন, তাই হবে। এইরূপ গোলমাল হইতেছে ইতিমধ্যে পুলিসের জমাদার অপর কয়েকজন পাহারাওয়ালার সহিত আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আসিয়া যে ছেলেটার হাতে পাহারাওয়ালার লাঠি ছিল তাহাকে গ্রেপ্তার করিল; হরেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ও লাঠি আমি কেড়ে নিয়েছি গ্রেপ্তার কর্‌তে হয় আমাকে কর, ও কিছু করে নাই" তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। পূর্ব্বোক্ত বালকটিকে টানিয়া থানায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হরেন্দ্র বলিলেন, "খবরদার্ গায়ে হাত দিও না, আমরা আপনারাই থানায় যাচ্ছি। ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে যদি টানাটানি কর তা হলে একটা দাঙ্গা হবে বল্‌ছি।" জমাদার দেখিল যুবকদের দলটী বড় কম নয়; সকলগুলিই বলবান এবং অনেকের হাতেই ব্যাট ও ক্রিকেটের কাঠি আছে, যদি দাঙ্গা বাঁধে, ব্যাপারটা বড় গুরুতর দাঁড়াইবে। সুতরাং ছেলেটির হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "তবে থানায় চল।" হরেন্দ্র সদলে থানায় চলিলেন। পূর্ব্বোক্ত পাহারাওয়ালাটা গাড়োয়ানকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থানায় চলিল। পুলিস কম্পাউণ্ডের কাছে গিয়া হরেন্দ্র সঙ্গীদিগকে বলিলেন,—"তোমরা এখানে দাঁড়াও আমি ইনেস্‌পেক্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে আনি।" এই বলিয়া ভিতরে গেলেন। ইনেস্‌পেক্টার সাহেব একজন নবাগত ব্যক্তি। কোথা হইতে যে অবতীর্ণ হইয়াছেন তা বলা যায় না। হয়ত কোনও রেলওয়ের ড্রাইভার কি গার্ড ছিলেন, অথবা হয়ত রাজপুতানায় পাষাণের খনিতে পাথর কাটিয়া আপনার উদারান্নের সংস্থান করিতেন। হয়ত অতিরিক্ত সুরাপান নিবন্ধন সে কাজটী হারাইয়া পুলিস ইনেস্‌পেক্টার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এই পদের এমনি মহিমা যে ইতিমধ্যে তাঁহার মেজাজকে সম্পূর্ণ গরম করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি জমাদারের ও পাহারাওয়ালার বর্ণিত বিবরণ শুনিয়া আর হরেন্দ্রের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহাকে ইংরাজিওয়ালা বাবু দেখিয়া হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন ও নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত হরেন্দ্রের ইংরাজীতে যে কথোপকথন হইল তাহার মর্ম্ম এই।

হরেন্দ্র। যদি অপরাধ হয়ে থাকে আমার হয়েছে; আমি পাহারাওয়ালার লাঠি কেড়ে নিয়েছিলাম; আমি ওকে রাখ্‌তে দিয়েছিলাম; হাজতে রাখ্‌তে হয় আমাকে রাখুন, ওকে ছেড়ে দিন।

ইনেস্‌পেক্টর। আমরা তা বুঝি নে, যার হাতে পাহারাওয়ালার লাঠি পাওয়া গেছে, তাকেই জানি।

হরেন্দ্র। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন? আমি বল্‌ছি ও ছোকরা আমার দলের লোকও নয়; পথে যেতে যেতে দাঁড়িয়েছিল, এবং আমি লাঠিগাছটা রাখ্‌তে দেওয়াতেই রেখেছিল। ও আমার ছাত্র গুরুর কথা কি করে অগ্রাহ্য করবে?

ইনেস্‌পেক্টর। তোমরা সব বদ্‌মায়েস, তোমরা লাঠি সোঁটা নিয়ে পুলিসের সঙ্গে দাঙ্গা করতে এসেছ।

হরেন্দ্র। মিথ্যে কথা! আমরা কখনই দাঙ্গা করতে আসি নাই; গিয়ে দেখুন ওরা পুলিসের কম্পাউণ্ডেও ঢোকে নাই, সব বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

ইনেস্‌পেক্টর। আমি তোমাদের সকলকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিয়ে দিচ্চি।

হরেন্দ্র। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। আপনার ভয় দেখানকে আমি গ্রাহ্য করি না। পুলিসের অভদ্র লোকদের ব্যবহার আমার বেশ জানা আছে।

ইনেস্‌পেক্টর সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া যত লোকের হাতে ব্যাট ও ক্রিকেটের কাঠি আছে, তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

হরেন্দ্র। ভদ্রলোকের ছেলেদিগকে অপমান করতে বারণ করুন; আমিই সকলকে ডেকে আন্‌চি।

এই বলিয়া যে ছয়জনের হাতে ব্যাট ও ক্রিকেটের কাঠি ছিল তাহাদিগকে ডাকিয়া থানার মধ্যে আনিলেন।

ইনেস্‌পেক্টর। তোমাদের সকলকে আজকার রাত্রের মত হাজতে থাকৃতে হবে।

হরেন্দ্র। কেন অপরাধ?

ইনেস্‌পেক্টর। তোমরা আসামী ছিনিয়ে নিয়েছ; পুলিসকে নিজ কর্ত্তব্য সাধনে বাধা দিয়েছ এবং লাঠি সোঁটা নিয়ে পুলিসের বাড়ী চড়াও হয়ে দাঙ্গা করতে এসেছ।

হরেন্দ্র। মনে কর্‌বেন না যে আমরা আইন কানুন জানি না। আচ্ছা আমাদের হাজতে রাখুন, এক রাত্রে আমরা মরে যাব না, কিন্তু বল্‌ছি, শুনুন, এরা সকলেই ভদ্র ঘরের ছেলে, অনেকে বড় লোকের ছেলে, মনে কর্‌বেন না সহজে নিষ্কৃতি পাবেন। পুলিসের অমন অনেক রাঙ্গামুখ আমরা দেখেছি।

এই কথাগুলির বিপরীত ফল ফলিল। ইন্‌স্পেক্টর যখন শুনিল ইহাদের অনেকে বড় ঘরের ছেলে, তখন মনে মনে ভাবিল, ভালই হইয়াছে, জালে কাত্‌লা পড়িয়াছে। একটু টানাটানি করিলে কিছু দক্ষিণা মিলিতে পারে। তখন সে আরও ভারি হইয়া বসিল; বলিল,—"বিনা জামিনে কোন ক্রমেই ছাড়া হবে না।" হরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, এতগুলি বালককে মুক্ত করিবার উপায় কি? যাহাদের অভিভাবকদের অবস্থা ভাল, তাহাদের জামিনত শীঘ্রই যুটিবে; কিন্তু যাহারা দরিদ্র ও অসহায় তাহাদের কি হইবে? এই চিন্তাতে তাঁহার নিজের চিন্তা মনে আসিল না। একবার ভাবিলেন, রায় মহাশয়কে সংবাদ দিবেন, আবার সে উপকারটাও লইবার ইচ্ছা হইল না। কেমন সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে পরামর্শের জন্য মহেন্দ্র বাবুকে ডাকা স্থির করিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে একটী বালককে ডাকিয়া সকল কথা বলিয়া মহেন্দ্রনাথকে ডাকিতে পাঠাইলেন। বালকটী মহেন্দ্রনাথের বাসাতে গিয়া শুনিল তিনি রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন। সুতরাং সেখানে গেল।

এদিকে রায় মহাশয় বসিয়া মহেন্দ্রনাথের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। নয়ন-তারা পিতার চেয়ারের পশ্চাতে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছেন। বালকটী সেখানে গিয়া মহেন্দ্রনাথকে বলিল, "হরেনবাবুকে ও তাঁর স্পোর্টিং ক্লবের ছেলেদিগকে থানাতে কয়েদ করেছে, তিনি আপনাকে ডাকৃছেন?"

রায় মহাশয়। হরেনকে কয়েদ করেছে!!

বালক। আজ্ঞে হাঁ।

এই বলিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রায় মহাশয় তৎক্ষণাৎ গাড়ী যুতাইয়া, মহেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নয়ন-তারার যে কি উদ্বেগ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি আর উপরে গেলেন না; কোনও কাজে মন দিতে পারিলেন না; কেবল একবার ভিতর একবার বাহির করিতে লাগিলেন, কতক্ষণে পিতার গাড়ী ফিরিয়া আসে। এক একবার গাড়ী বারাণ্ডার নিকট যান, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে থাকেন, গাড়ীর চাকার শব্দ শোনা যায় কি না, আবার পিতার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া কোচখানির উপরে একটু শয়ন করেন। এইরূপে এক এক ঘণ্টা এক এক যুগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

ওদিকে রায় মহাশয় থানার দ্বারে গিয়া দেখেন আরও দুই একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছে। আবদ্ধ যুবকদিগের কাহারও কাহারও অভিভাবক আসিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ থানার মধ্যে গিয়া ইন্‌স্পেক্টরের সহিত কথা কহিতেছেন; অপরেরা গাড়ীতেই বসিয়া আছেন।

রায় মহাশয় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে, তাঁহারাও অবতরণ করিলেন, রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথা হইতে লাগিল।

প্রথম ব্যক্তি।—মশাই যাবেন কি, ইন্‌স্পেক্টরটা বড় ছোটলোক, বড়ই মুখ খারাপ! ভাবে বোধ হয় কিছু চায়, তা হলেই ছেলেগুলোকে ছেড়ে দিতে পারে।

রায় মহাশয়। আমি বিবরণটা যা শুনেছি, তাতেত ছেলেদের কোনও দোষ নেই। ঘুষ চাচ্ছিল আর এক বেচারা গাড়োয়ানকে মার্‌ছিল বলে হরেন পাহারাওয়ালার লাঠি কেড়ে নিয়েছে। এরাত কেউ কিছু করে নি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। দেখুন না ব্যাপারখানা, এরা দিনকে রাত কর্‌তে পারে, মানুষকে অকারণ কি.রূপ ক্লেশ দেয়!

রায় মহাশয়। আপনারা কি কর্‌বেন ভাবছেন?

প্রথম ব্যক্তি। আমরা মনে করেছি কিছু দিয়ে ছেলেগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাই।

রায় মহাশয়। তা কর্‌বেন না; ঐরূপ করেই ত লোকে ওদের অধর্ম্মে লিপ্ত করে ও আস্পর্দ্ধা বাড়ায়। আপনারা যে কয়টার জামিন হতে পারেন হোন, বাকি ছেলের জামিন আমি হচ্চি।

প্রথম ব্যক্তি। জানেন ত মশাই পুলিষের কাণ্ড, মিথ্যে মকদ্দমা খাড়া করতে ছাড়বে না। তারপর কি আদালত আর ঘর করে বেড়ান যাবে ?

রায় মহাশয়। মকদ্দমা করে করবে কি ? আচ্ছা মকদ্দমার বন্দোবস্ত করবার ভার আমার, আপনারা ঘুষ টুষ দেবেন না, তার ভিতর আমি নেই।

ইতিমধ্যে যে ছুটী বাবু ভিতরে ছিলেন, বাহিরে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন মশাই, সাতজনের জন্য সাত কুড়ি ১৪০্ টাকা চাচ্ছে।

রায় মহাশয়। ছি! ছি! ও কথায় কর্ণপাতও করবেন না। আচ্ছা ওরা কি করে করুক ; আপনারা জামিন হয়ে ছাড়াতে না চান, আমি সকলকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

অন্যেরা। আমাদের ছেলে আমরা কেন ছাড়াব না ?

পরে তাঁহারা থানার ভিতরে গেলেন। ইন্স্পেক্টরটা অবজ্ঞাসূচক ভাষায় তাঁহাদের অপমান করিতে ছাড়িল না। তাঁহারা সমুদায় সহ্য করিলেন। তৎপরে জামিনে ছেলেদিগকে খালাস করিবার জন্য আরও কোন কোন স্থানে যাইতে হইল। এই সকল করিতে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। অবশেষে রাত্রি ৯॥০টার সময় ছেলেদিগকে নিষ্কৃতি দিয়া ঘরেআসিলেন।

যথাসময়ে আদালতে পুলিসের পক্ষ হইতে মকদ্দমা উঠিল। দুইটী মকদ্দমা ; প্রথমটী সেই নিরপরাধ বালকটীর নামে ; অভিযোগ এই যে সে পুলিসকে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দিয়াছে ; আইন বিরুদ্ধ জটলাতে সঙ্গী হইয়াছে ; ও পাহারাওয়ালার লাঠি কাড়িয়া লইয়াছে। দ্বিতীয় মকদ্দমাটী সমগ্র দলটীর নামে ; অভিযোগ—আসামী ছিনাইয়া লইয়াছে, আইন বিরুদ্ধ জটলা করিয়াছে ও পুলিসের বাড়ী চড়াও হইয়া দাঙ্গা করিতে আসিয়াছে।

রায় মহাশয় পুলিসের এই অত্যাচারের জন্য এতই চটিয়া গিয়াছিলেন যে, নিজেই মকদ্দমার সমগ্র ব্যয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র গৌরীপদ বাবুকে ডাকাইয়া মকদ্দমার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করিলেন ; এবং সুরেশচন্দ্রকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

চুঁচুড়া সহরে হুল স্থূল পড়িয়া গেল। সকলেরই মুখে এই কথা, পুলিসের সহিত কালীপদ রায়ের তুমুল মামলা বাধিয়াছে।" কেহ বলে, "ছেলেরা

নির্দ্দোষ" কেহ বলে, "নির্দ্দোষ হলে অমনি মিছে মিছে একটা মামলা ওঠে? স্পোর্টিং ক্লবের ছেলেরা নিশ্চয় দাঙ্গা করতে গিয়েছিল; গায়ে জোর থাকলে জোরটা দেখান চাই ত।" কেহ বলে "ছোঁড়াগুলো লেখাপড়া ছেড়ে কেবল হৈ হৈ করে বেড়ায়, এবার খুব জব্দ হয়েছে"। কেহ বলে "কালীপদ রায়ের খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই, ছোঁড়াগুলোর জন্যে ঘরের পয়সা ব্যয় করতে যাচ্চে।"

এইরূপ নানা সমালোচনার মধ্যে মকদ্দমার দিন আসিয়া পড়িল। ৫ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার প্রথম মকদ্দমা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজলাসে উঠিল। কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার পি, বানর্জ্জি আসিলেন। মকদ্দমা তিন দিন চলিল। তাঁহার মনের অভিপ্রায় ছিল যে, প্রতিদিন রেলযোগে যাতায়াত করিবেন, কিন্তু প্রথম দিন মকদ্দমা শুনানির পর দুই তিন ঘণ্টা রায় মহাশয়ের ভবনে যাপন করিয়া ইঁহাদের সৌজন্যে ও আতিথ্যে এতই প্রীত হইয়া গেলেন যে, পরদিন আদালত ভাঙ্গিলে যখন সুরেশচন্দ্র তাঁহাদের ভবনে সে দিন রাত্রে ও তৎপরদিন আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন আর "না" বলিলেন না।

নয়ন-তারা কায়মন-প্রাণে এই নবাগত অতিথির পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইলেন। মানুষটী দেখিতে শুনিতে যেমন, ভদ্রতাতে তেমনি, লেখাপড়া বুদ্ধি বিদ্যাতেও তেমনি। বর্ণটী উজ্জ্বল শ্যাম; প্রশস্ত ললাট; চক্ষু দুটী বিশাল ও উজ্জ্বল; চক্ষের পক্ষ্মগুলিতে কিছু বিশেষত্ব আছে; সেগুলি ঘন নীল, তাহাতে কি এক প্রকার অবর্ণনীয় আকর্ষণ আছে! শ্মশ্রুবিহীন ও অতি পরিষ্কার ক্ষৌরবিধৌত মুখ; ভ্রূ ও গোঁপ তুলিতে আঁকা; সমগ্র মুখখানির ভাব এইরূপ যে দেখিলেই বোধ হয় মানুষটী অতিশয় মেশক ও পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী এবং ভালবাসা কাড়িয়া লন। মানুষ কিরূপ মুখখানা লইয়া মানুষের সঙ্গে মিশে তাহার উপরে অনেকটা নির্ভর করে। হাসি হাসি মুখখানা লইয়া যেখানে যাও, যেন সহজে কার্য্যোদ্ধারটা হয়। মিষ্টার বানর্জ্জির মুখখানা সেই রকম। বিশেষ সে মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে রমণীর হৃদয়কে সহজেই আকর্ষণ করে। সচরাচর যেরূপ ব্যারিষ্টার দেখিতে পাওয়া যায়, বানর্জ্জি সাহেব সে শ্রেণীর ব্যারিষ্টার নহেন। লেখাপড়া জানা লোক; বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণনগর কালেজে

ইংরাজী সাহিত্যের প্রোফেসার ছিলেন। লোকটা কাব্যের রসগ্রাহী ; ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ; গাইতে বাজাইতেও সুনিপুণ ; বাঙ্গলা লিখিতে ও বলিতে ভাল বাসেন ; এমনি সুরসিক যে, তাঁহার সঙ্গে সকলে আহারে বসিতে চায় ; গল্পে গল্পে হাসাইয়া নাড়ীতে বেদনা করিয়া দেন। অথচ গম্ভীর বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সমুচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহাতে প্রবেশ করেন। আহারের সময় এইরূপে নয়ন-তারার পক্ষ হইয়া সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তুমুল তর্ক ও ঝগড়া করিয়াছেন। এজন্য নয়ন-তারার মনটা গলিয়া গিয়াছে। সৌদামিনী বলিয়াছেন,—"দিদি! কি সুন্দর মানুষ।" ফলতঃ এই রায় পরিবারের সহিত তাঁহার এমনি মিশ খাইল, যেন তিনি ইহাদেরই লোক! যেন খাপে খাপে বসিয়া গেল। ছেলে বুড়ো সকলেই যেন তাঁহাকে আপনার লোক করিয়া লইল। এমন কি মিনী পর্য্যন্ত তাঁহাকে তিন দিনে আপনার জ্ঞান করিল।

নয়ন-তারা ও সৌদামিনী সচরাচর বিলাত-ফেরত অতিথিদিগের সহিত মিশিবার সময় একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন ; কিন্তু বানর্জ্জির গুণে সেটা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহাকে বহু দিনের পরিচিত বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অসংকোচে মিশিলেন। তাহাতে এই হইল যে, বানর্জ্জি সাহেবের মনও এই রায় পরিবারের মহিলাদের অকৃত্রিম সাধুতা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। মানব-চরিত্রের গূঢ় রহস্য এই যে, মানুষ আপনাকে জানাইবার জন্য যাহা বলে যা করে, তদ্দ্বারা তাহাকে জানা যায় না, কিন্তু যখন সে আপনাকে জানাইতে চায় না, তখনই তাহাকে জানা যায়। দাবা খেলার চাল দেখার ন্যায় মানুষের পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধের উপর দিয়া তাহার যে আচরণ দেখ তদ্দ্বারাই আসল মানুষটা ধরিতে পার। কারণ তোমার প্রকৃতির মধ্যে যাহা আছে, তাহাই ত তোমার কার্য্যে ফুটিয়া বাহির হয়, তুমি যখন মানুষের চক্ষু ভুলিয়া কাজ কর, তখন সেই জিনিসটা ধরা যায়। বানর্জ্জি সাহেব নয়ন-তারা ও সৌদামিনীর অসংকোচ ভাবের মধ্যে দেখিলেন যে, পবিত্র-চিত্ততাতে ইহারা শিশু। এমন পাষণ্ড নাই যে ইহাদের সরলতা ও পবিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হয় না। দেখিয়া মনটা এতই মুগ্ধ হইল যে, ইহাদের বাড়ীটা ছাড়িয়া যেন আর যাইতে ইচ্ছা করে না।

ওদিকে আদালতে বানর্জ্জি সাহেবের ক্ষুরধার সমান বুদ্ধি দেখিয়া চুঁচুড়ার লোকের তাক লাগিয়া গিয়াছে। পুলিস মিথ্যার জাল রচনা করিতে ক্রটী করে নাই। চার পাঁচ জন সাক্ষী খাড়া করিয়াছে, যাহারা শপথ পূর্ব্বক বলিল যে, তাহারা সেই বালকটীকে পাহারাওয়ালার লাঠী কাড়িয়া লইতে ও তাহার কার্য্যে বাধা দিতে দেখিয়াছে; কেহ কেহ বলিল, যে লাঠী তাহার হস্তে পাওয়া গিয়াছে; দুই তিন জন বলিল, লাঠী চাওয়াতে দিতে চায় নাই, পরে জোরে তাহার হাত হইতে লওয়া হইয়াছে। আনুষঙ্গিক আরও অনেক কথা বলিল।

বানর্জ্জি সাহেবের জেরাতে এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী পেঁজা তুলার মত বাতাসে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি দুই দিনে ইহাদিগকে একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া ফেলিলেন। এক একটা সাক্ষী ভাঙ্গিয়া যায়, আর তিনি হাসিয়া বলেন, আর তোমাদের সাক্ষী আছে? শেষে বিচারপতি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই সকল মিথ্যা সাক্ষ্য লওয়া এতই বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি দু দিনের পর পুলিস পক্ষের সাক্ষ্য লওয়া বন্ধ করিলেন। তৃতীয় দিন আসামীর পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী। সেদিন আর অধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইল না। দুই একটী বালকের সাক্ষ্যের পর এক হরেন্দ্রের সাক্ষ্যে সমুদায় মকদ্দমাটা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি কিছুই গোপন করিলেন না; নিজে যাহা কিছু করিয়াছেন ও যাহা কিছু বলিয়াছেন, সমুদায় বর্ণন করিলেন। বিচারপতির আর মকদ্দমাটী বুঝিতে বাকি রহিল না। আর অধিক সাক্ষীরও প্রয়োজন হইল না। তিনি বালকটীকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই কয় দিন আদালতে লোকে লোকারণ্য ছিল। কি হয় কি হয় জানিবার জন্য এত লোক ঝুঁকিয়াছিল যে আদালতে না ধরিয়া রাস্তা পর্য্যন্ত লোক দাঁড়াইয়াছিল। বিশেষতঃ শেষ দিন শনিবার ২টার সময় স্কুল কলেজের ছুটী হওয়াতে, স্কুল কালেজের ছেলেতে আদালত ও বাহিরের মাঠ পুরিয়া গিয়াছিল। যখন সংবাদ বাহির হইল যে ছেলেদের জয় হইয়াছে, তখন কালেজের ছেলেরা আদালতের ভিতরে ও বাহিরে আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। পরে যখন মিষ্টার বানর্জ্জি আদালত হইতে বাহির হইলেন, তখন তাহারা "হিপ্ হিপ্ হুরে" করিয়া চেঁচাইতে লাগিল ও তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় বানর্জ্জি সাহেব আর কলিকাতায় গেলেন না। রায় মহাশয় ও সুরেশচন্দ্রের অনুরোধে সে রাত্রি ও তৎপর দিন চুঁচড়াতে যাপন করিবেন বলিয়া থাকিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় মকদ্দমার বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

বানর্জ্জি। পুলিসের মিথ্যা মকদ্দমা সাজান নূতন নয়, সর্ব্বদা দেখে আসছি, কিন্তু এ মকদ্দমাতে এসে একটা বড় সুখ পেয়েছি।

রায় মহাশয়। কি সুখ?

বানর্জ্জি। ঐ যে হরেন্দ্র চাটুয্যে নামে হুগলী কালেজের মাষ্টারটী সাক্ষ্য দিলেন, আমি সাক্ষীর মুখে এমন পরিষ্কার সত্য সাক্ষ্য কখনও শুনি নাই। বিশেষতঃ শুনলাম তাঁদের নামে নাকি আর এক মকদ্দমা ঝুলছে, নিজে অকুতোভয়ে যা স্বীকার করলেন তাতে সে মকদ্দমাতে নিজেরই অনিষ্ট হবার কথা। একেই বলে সত্যবাদী লোক। বলিয়াই ইংরাজীতে বলিলেন, and what struck me most was the man's noble and manly bearing—অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা আমার মনে যেটা লেগেছে, সেটা এই লোকটীর ধীর ও মহৎ জনোচিত ধরণ ধারণ"।

রায় মহাশয়। ও একটা অসাধারণ ছেলে। ওর সকল কথা আপনি এখনও শোনেন নাই। সেই কাগজে যে একটী স্ত্রীলোককে ঝড়ের মধ্যে গঙ্গার জল হতে বাঁচাবার কথা পড়েছেন, সে ঐ ছেলেরই কাজ।

বানর্জ্জি। বটে!

রায় মহাশয়। কেবল তা নয়, এ দিকে লেখা পড়াতে বড় কম নয়; বি, এ পাশ করেছে, এ বারে এম, এ দেবে। এ দিকে নিজে ফ্রেঞ্চ ও ল্যাটিন পড়ছে; বোটানিতে পরিপক; আর এখানে এমন ভাল কাজ নেই, যার সঙ্গে ওর যোগ নেই; এখানে স্পোর্টিং ক্লব আছে, তার কাপ্তেন; পবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি; সুরাপান নিবারণী সভার সেক্রেটারি; ব্রাহ্মসমাজের সভ্য।

বানর্জ্জি। মানুষটার কপালখানা দেখলেই বোধ হয় অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক। মানুষটাকে দেখে আমার আলাপ কর্‌তে ইচ্ছে হয়েছে।

রায় মহাশয়। সেত আমাদের বাড়ীর ছেলের মত; আদালত থেকে এসে বোধ হয় বিশ্রাম করছে, তাই আজ আর আসে নাই; নতুবা এখানেই দেখ্‌তে পেতেন। কালত আপনি আছেন কাল দেখা হবে।

নয়ন-তারা এতক্ষণ দুই কর্ণ ভরিয়া এই কথোপকথন পান করিতেছিলেন; কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বড়ই ইচ্ছা হইল যে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া মিষ্টর বানর্জ্জির সহিত আলাপ করিয়া দেন। তাই তাড়াতাড়ি চাকরের হাতে চিঠি পাঠাইবার জন্য উঠিয়া গেলেন। চিঠির মর্ম্ম এই—"আপনি কি এখন একবার আসিতে পারেন? মিষ্টর বানর্জ্জি আদালতে আপনাকে দেখিয়া ও আপনার বিষয় বাবার মুখে শুনিয়া, আপনার সহিত আলাপ করিবার জন্য বড়ই উৎসুক।"

যথাসময়ে উত্তর আসিল, "জানেনত রাত্রিটা আমি পাঠ আত্ম-চিন্তা ও উপাসনাদির জন্য রেখেছি; সমস্ত দিন অন্য কাজ করি, রাত্রিটা এই সকল কাজের জন্য আছে। বিশেষতঃ এবার এম, এ টা দিতে হবে। তিনিত কাল আছেন, কাল প্রাতে আহারের পর যখন যাব সাক্ষাৎ হবে।"

নয়ন-তারা পত্রখানি পাইয়া মনে মনে বলিলেন, "তিনি কি বড় লোকের সঙ্গে দেখা করতে ছোটবার লোক! দশ হাত দূরে না গেলে বাঁচি। বড় লোকের ছায়া মাড়াব না, কি যে এই একটা ভাব! বোধ হয় নিজে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌বার সময় সংসারের বড় লোকদের হৃদয়-হীনতা দেখে দেখে এমনি হয়েছেন।

পরদিন স্থির হইল যে বোটে করিয়া মিষ্টর বানর্জ্জিকে লইয়া সপরিবারে বেড়াইতে যাওয়া হইবে। প্রাতঃকালের আহার শেষ হইলেই নয়ন-তারা অস্থির হইয়া উঠিলেন, হরেন্দ্র কখন আসিবেন। যদি তিনি বিলম্ব করেন, যদি বোটে চলিয়া গেলে আসেন। আর পত্র লিখিতে সাহস করিলেন না; যে বাঁকা মানুষ যদিওবা আসিতেন হয়ত অতিরিক্ত ব্যগ্রতা দেখাইলে আর আসিবেন না। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, হরেন্দ্রকে দেখা করাইবার জন্য এত ব্যগ্রতা কেন? ভিতরকা'র কথা এই, যে মানুষ তাঁহাকে একবার দেখিয়াই এতটা চিনিয়াছে, সে মানুষ দেখিয়া যাক্ তিনি কি দরের লোক। আর হরেন্দ্রও দেখুন বিলাত ফেরতদের মধ্যে কেমন সুন্দর লোক মেলে।

বেলা একটার সময়ে হরেন্দ্র আসিলেন। তখন মিষ্টর বানর্জ্জি, সুরেশচন্দ্র, নন্দরাণী ও সৌদামিনীর সহিত বসিয়া তাস খেলিতেছেন। ভৃত্যদের মুখে এই সংবাদ পাইয়া তিনি নয়ন-তারার ঘরে গেলেন। দেখিলেন নয়ন-তারা

একখানি কোচে হেলান দিয়া, দ্বারের দিকে পিঠ করিয়া, নিমগ্নচিত্তে পড়িতেছেন। হরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ দিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

হরেন্দ্র। ও কি পড়া হচ্চে।

নয়ন-তারা। (তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া) আপনি এসেছেন!

উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিলেন।

হরেন্দ্র। বৈথানা কি, যাতে এতই মনটা নিমগ্ন ছিল?

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) Tennysonএর "In Memoriam।" (একটু হাসিয়া) যখনি Tennyson পড়ি তখনি একদিনকার একটা ঘটনা মনে হয়।

হরেন্দ্র। সে কি?

নয়ন-তারা। একবার কলিকাতা হতে কাকার ছেলেরা দাদার একটা ব্যাগ প্যাক করে দিয়েছিল। দাদা যখন এলেন, আমরা দেখি ব্যাগটা যেন ফেটে পড়চে। তারপর দাদার একটা কি জিনিস বার করা দরকার হলো। আমরা ব্যাগ খুলে দেখি পর্দ্দা পর্দ্দা কাপড় ঠেসে ঠেসে পুরেচে; কাপড় টানি কাপড় আর ফুরায় না। শেষে সকলের হাসি। টেনিসনের কবিতা যেন তেমনি, দু'চার লাইনে এক এক জায়গায় এত ভাব ও চিন্তা পুরেচেন, যেন দাদার ব্যাগ! চিন্তা ও ভাব যেন ফেটে পড়চে!

হরেন্দ্র। সুন্দর দৃষ্টান্তটী ত।

নয়ন-তারা। (গ্রন্থখানি খুলিয়া) প্রমাণ দেখুন না কেন, গোড়া থেকেই কয়েক লাইন পড়ছি।

"Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell;
That mind and soul, according well,
May make one music as before".

দেখুন ত কতটা চিন্তা ইহার ভিতরে আছে! Mind and soul according well may make one music—কি সুন্দর! কি সুন্দর! আপনি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে পারেন না?

হরেন্দ্র। নিশ্চয় পারি; culture ও faith, (জ্ঞান ও ভক্তি) এই উভয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটনা দেখে কবির মনে বিষাদ উপস্থিত হয়েছিল; এই

কয় পংক্তিতে সেই বিবাদটা প্রকাশ পেয়েছে। (একটু থামিয়া) ও কথা এখন থাকুক, বানর্জ্জি সাহেব ত খেলায় ভেজেছেন।

নয়ন-তারা। এখনি ওঁদের খেলা ভাঙ্গবে।

এই বলিয়া বানর্জ্জি সাহেব তাঁহার সাক্ষ্য শুনিয়া কি বলিয়াছেন ও রায় মহাশয় কি বলিয়াছেন সমুদায় বর্ণন করিলেন; ও বানর্জ্জির অনেক প্রশংসা করিলেন। শুনিয়া হরেন্দ্রের সাক্ষাৎ করিবার উৎসাহটা যেন কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন।

নয়ন-তারা। কি ভাবছেন?

হরেন্দ্র। কি আর দেখা কর্‌বো? আপনাদের বড় লোকে বড় লোকে বন্ধুতা তার ভিতর আমি কেন?

নয়ন-তারা। আমি আগেই তা জানি; আপনার ঐ রোগটা যে আছে, সেটা আর ছাড়বে না।

হরেন্দ্র। রোগটা কি?

নয়ন-তারা। বড় লোক হলেই তার প্রতি একটা বিদ্বেষ।

হরেন্দ্র। ছি! ছি! এমন কথা বল্‌বেন না, আপনারা কি বড় লোক নন? আপনাদের প্রতি কি আমার বিদ্বেষ দেখেন? আপনিই বরং বার বার বলেন ধনসম্পদে থেকে ধর্ম্ম হবে না, আমি আপনাকে রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত দেখাই।

নয়ন-তারা। তবে কেন ভদ্রলোকটীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাচ্চেন না? আচ্ছা আপনাদের মকদ্দমার জন্য এত খাটলেন, কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিষওত আছে।

এই কথাটা হরেন্দ্রের মনে বড় লাগিল।

হরেন্দ্র। আমি আপনার তিরস্কারের পাত্র; তিনি যেরূপ খেটেছেন আমি বারিষ্টারদের সচরাচর সেরূপ খাটতে দেখি না; একটা কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে সন্দেহ নাই। আচ্ছা আমি দেখা কর্‌বো।

তখন নয়ন-তারা বানর্জ্জি সাহেবের যা কিছু সদ্‌গুণ দেখিয়াছেন সমুদায় বর্ণন করিলেন। এতটা প্রশংসা কেন যেন হরেন্দ্রের ভাল লাগিল না।

নয়ন-তারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরিচয়টা করিয়া দেয় কে? বানর্জ্জির সহিত তাঁহাদের যে আত্মীয়তা হইয়াছে, তাহাতে তিনিই পরিচিত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সেটা ভাল লাগিল না। অবশেষে স্থির করিলেন

যে পিতার দ্বারাই পরিচিত করিয়া দিবেন। হরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া পিতার বসিবার ঘরে গিয়া বলিলেন, "বাবা, এইত হরেন বাবু এসেছেন, মিষ্টার বানর্জ্জির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেও।"

রায় মহাশয়। এই যে হরেন, এসত তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি। তুমি যে সাক্ষ্য দিয়েছ তা শুনে আমি ভারি খুসী হয়েছি। বানর্জ্জি বল্‌লেন তিনি এমন সাক্ষ্য কখনও শোনেন নাই।

তৎপরে দুইজনে মকদ্দমার বিষয়ে অনেক কথা হইল। হরেন্দ্র বলিলেন, এই মকদ্দমাটা হেরে পুলিস একেবারে দমে গিয়েছে; দ্বিতীয় মকদ্দমা বোধ হয় আর তুল্‌বে না।

রায় মহাশয়। তুলুক না, তাতে আরও জব্দ হবে। কি অত্যাচার, এর একটা শাসন হওয়া উচিত।

পরে মিষ্টর বানর্জ্জির সহিত হরেন্দ্রের আলাপ হইল। বানর্জ্জি সাহেব সৌজন্য ও ভদ্রতাতে হরেন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। দুজনেই ফ্রেঞ্চ জানেন, এটাও একটা আত্মীয়তার কারণ হইল।

ইহার কিঞ্চিৎ পরেই বানর্জ্জিকে লইয়া সকলের বোটে বেড়াইতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। নয়ন-তারা হরেন্দ্রকে বলিলেন, "আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না কেন?"

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) বাপ্‌রে এত বড় লোকের মেলা, তার মধ্যে আমি কি কর্‌বো? "হংস মধ্যে বকো যথা"। এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

যাহা হউক এই মকদ্দমা হইতে তিনটী ফল ফলিল। প্রথম, পুলিসের দ্বিতীয় মকদ্দমা রহিত হইল; দ্বিতীয়, মাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া মিথ্যা মকদ্দমার প্রমাণ পাইয়া, কুপিত হইয়া, ইন্‌স্পেক্টরকে বদলী করিলেন ও সেই পাহারাওয়ালাটাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন; তৃতীয়, রায় পরিবারের সহিত বানর্জ্জি সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এই রায় পরিবারের গৃহিণী কে? জননী না নয়ন-তারা? জননী নামে গৃহিণী; কিন্তু গৃহস্থালির সমুদয় কাজকর্ম্ম নয়ন-তারাই দেখিয়া থাকেন। অল্পে অল্পে সংসারের ভারটা তাঁহার উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। জননী সকল কাজেই নয়ন-তারাকে ডাকেন, "নয়ন-তারা বল্ দেখি এ বিষয়ে কি করা যায়?" তিনি যে পরামর্শ দেন, তাহা এমনি পাকা বোধ হয়, এবং তাহাতে এমন বিজ্ঞতা থাকে, যে সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শের উপরে নির্ভর করা পিতা মাতার অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে জননী গৃহের কর্ত্তার ন্যায় পেন্‌সনার হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার হস্তে টাকার বাক্স ও সিন্ধুকগুলির চাবি থাকে মাত্র, সংসারের সমুদয় বিলি ব্যবস্থা করা, নয়ন-তারার ভার। সকল সময়েই জননী ভৃত্যদিগকে বলিয়া থাকেন,—"যা নয়ন-তারাকে জিজ্ঞাসা করে আয়।" সুতরাং এ গৃহের দাস দাসীও জানে যে ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যাই গৃহের কর্ত্রী। তিনিও সময়ে সময়ে জননীর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া বলিয়া থাকেন, "মামণি! তুমি বয়েস কালে অনেক খেটেছ, এখন পায়ের উপরে পা দিয়ে বসে থাক্‌বে আমরা খাটব।" ফলতঃ নয়ন-তারা ও নন্দরাণী সংসারের সকল কাজ দেখেন, জননী অনেকটা বিশ্রাম-সুখ ভোগ করেন। ইহাতে একটা লাভ এই হইয়াছে যে তিনি কর্ত্তাকে দেখিবার অনেকটা সময় পান। বাড়ী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার দিকে নয়ন-তারার বিশেষ দৃষ্টি। এটা তাঁর একটা বাতিক বলিলেই হয়। ঘরগুলির মেঝে ঝক্ ঝক্ করিবে, দেয়ালে কেহ থুথু ফেলিতে পারিবে না, আবর্জ্জনা কেহ যেখানে সেখানে ফেলিতে পারিবে না, এ সব বিষয়ে এমনি শাসন, যে বাড়ীর ছোট শিশুটী পর্য্যন্ত যেন ইহা বোঝে ও সেইরূপ চলিয়া থাকে। বাড়ীর শয়ন ঘর, পাকশালা, উঠান, নর্দ্দামা, যে দিকে তাকাইবে, চক্ষের পীড়াদায়ক কিছু দেখিতে পাইবে না। এমন কি ভবনসংলগ্ন উদ্যানটীর প্রত্যেক বৃক্ষটীর প্রতিও তাঁর দৃষ্টি। উদ্যানটী এমন সুরুচি সহকারে রক্ষিত যে দেখে সেই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া

থাকে। নয়ন-তারা নিজে এক মুহূর্ত্ত কাল আলস্যে যাপন করেন না; দাস দাসীদিগকেও আলস্যে যাপন করিতে দেন না। এমনি ব্যবস্থার গুণ যে তাহাদের নিয়মিত বিশ্রামের সময় ব্যতীত সমুদায় সময় তাহারা কিছু না কিছু করিতেছে। ইহার উপরে জনক জননীর সেবা। সে বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদা মনোযোগ। তাঁহাদের আহারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা, পিতা আহারান্তে শয়ন করিলে তাঁহার মাথায় হাত বুলান, খপরের কাগজ প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনান, তাঁহার চিঠিপত্র লিখিয়া প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করা, এ সকল আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত কাজ একজন মানুষে কিরূপে করিতে পারে? উত্তর এই ব্যবস্থার গুণে সকলি হয়। সময় ভাগ করিয়া যথাসময়ে কাজগুলি করিবার অভ্যাস একবার দাঁড় করাইয়া লইলে, তৎপরে সমুদয় সহজ বোধ হইতে থাকে। এ সংসারে দেখি দশটা কাজ যে যথাসময়ে ও যথারীতিতে করিতে পারে, সে আর দুইটা কাজও করিতে পারে; যার কাজ করিবার অভ্যাস নাই, তাহার দ্বারা দুইটা কাজও ভাল হয় না। নয়ন-তারা এই সমুদায় কাজ প্রতি মুহূর্ত্তে করিতেছেন, অথচ পরিবারস্থ লোকে বুঝিতেও পারিতেছে না। ইহার মধ্যে হাসির সময় হাসি, গল্পের সময় গল্প, সকলি চলিতেছে।

এইরূপে সমস্ত দিন তাঁহাকে কিরূপ শ্রম করিতে হয় তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ইহাও যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে! ইহার উপরে আবার মহেন্দ্রনাথের কন্যাটীকে আনিয়াছেন। তাহারও যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটী হইতেছে না। যত্নের গুণে তাহার গরলগুলি সারিয়া গিয়াছে; তাহার সেই চেহারা অল্প দিনের মধ্যে ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে; সুগোল টেঁপটী হঠাৎ সারিবার নহে, তবে হস্ত পদে ও নিতম্বে মাংস লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য সত্যই করিয়াছেন। সে এমন পোষ মানিয়াছে, যে আর বাড়ীতে যাইতে চায় না। নয়ন-তারা মনে করেন সেটা ভাল কথা নহে। তিনি প্রায় প্রতিদিন তাহাকে কাপড় চোপড় পরাইয়া, চাকরাণীর কোলে দিয়া স্বীয় জননীর নিকটে প্রেরণ করেন। সে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে বলেন, "নেমক হারাম মেয়ে! যাদের ঘরে জন্মালে, যাদের দুধে মানুষ হলে, তাদের কাছে যেতে চাও না" এই বলিয়া পাঠাইয়া দেন।

অগ্রে সে তাঁহাকে মাসী বলিতে চায় নাই; এখন কখন কখনও মা বলে। মা বলিয়া ডাকিলেই তিনি কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলেন, "না মণি! আমি মা নই; মা সেই ঘরে আছেন; আমি মাসী।"

এইত গেল নয়ন-তারার প্রতিদিনের কাজ, ইহার উপরে আর এক কাজ আসিতেছে। রায় মহাশয়ের একজন পুরাতন সহাধ্যায়ী বন্ধু কয়েক দিন তাঁহার সঙ্গে যাপন করিবার জন্য আসিতেছেন। ইহার নাম মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার নিবাস কলিকাতা বাহির শিমলা। ইনি বহু দিন সদরওয়ালার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রায় তিন বৎসর হইল পেন্‌সন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তৎপরে প্রায় দুই বৎসর কাল শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য নানা স্থানে বাস করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন।

এই মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও রায় মহাশয়ের অপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের বড়, তথাপি দুইজনে পঠদ্দশায় এরূপ মিত্রতা ছিল, যে যোড়ের পায়রার ন্যায় দুইজনকে সর্ব্বদাই এক সঙ্গে দেখা যাইত। লোকে কালীপদ মণিলাল বৈ একা কালীপদ বা মণিলাল নাম করিত না। তৎপরে একজন রুড়কী চলিয়া গেলেন; আর একজন কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুন্সেফী কর্ম্ম লইলেন। সেই পদে উঠিতে উঠিতে সদরওয়ালা পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কর্ম্ম করিবার সময়েও দুই বন্ধুতে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বার পশ্চিমে গিয়া বন্ধুর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন; রায় মহাশয়ও কলিকাতায় আসিয়া অনেক বার বন্ধুর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। এক বৎসর পরে আবার বন্ধুদ্বয়ের সমাগম।

যে দিনের কথা বলিতেছি, তৎপর দিন প্রাতে মণিলাল বাবুর আসিবার কথা। কর্ত্তা অগ্রেই গৃহের কর্ত্রী দুহিতাকে তদনুরূপ আয়োজন করিবার আদেশ করিয়াছেন। পিতার বাল্যবন্ধু বহু দিন পরে আসিবেন, তাঁহাকে পাইয়া পিতা সুখী হইবেন, এই চিন্তাতেই নয়ন-তারার আনন্দ। তিনি ইহারই মধ্যে কখন যে সমুদয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতেও পারে নাই।

সন্ধ্যা কালে সকলে আহারে বসিলে এই কথাটা উপস্থিত হইল।

নয়ন-তারা। বাবা! এই যে মণিলাল বাবু আস্‌ছেন, এঁর personal habi[t] তুমি জান?

সুরেশ। কেমন! এই বারে যে বড় ইংরিজী বাঙ্গালা মিশিয়ে বলা হলো?

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) ঠিক কথাটা যোগাল না বলে?

সুরেশ। আমরা যদি বলি ঠিক কথাটা যোগাল না, তা হলে ঠাট্টা করা হয় কেন?

নয়ন-তারা। তোমরা যে সাধ করে ইংরিজী বল, দেখাবার জন্যে ইংরিজী বল।

সুরেশ। উদারতা উদারতা করা হয়, কি উদারতা গো!

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) আচ্ছা বাপু বাঙ্গলাতেই বল্‌ছি "তাঁর জন্যে কি কি চাই বল্‌তে পার?"

রায় মহাশয়। সে অতি সাদাসিধে মানুষ, কোনও উপদ্রব নেই, তবে অভ্যাসের মধ্যে তিনটে অভ্যাস আছে। প্রথম, স্নানের পূর্ব্বে চাকরে আচ্ছা করে গা ডলে তেল মাখিয়ে দেয়; দ্বিতীয়, রাত্রে শোবার সময় চাকরে কিছুক্ষণ হাত পা টিপে দেয়; তৃতীয়, দুপুর বেলা আহারান্তে যখন একটু শয়ন করে তখন দেখেছি বাড়ীর একটী ছোট মেয়ে মাথার চুল বেছে দেয়। এটা বোধ হয় পেন্‌সন্ নেওয়ার পর হয়েছে।

সুরেশ। Then he seems to be a typical Bengali Babu, অর্থাৎ তবেত বোধ হয় ইনি একজন আসল বাঙ্গালি বাবু?

নয়ন-তারা। ও কি দাদা! অমন করে কথা বলো না; যাঁরা বাপ্ মায়ের বন্ধু তাঁরাত বাপ মায়ের মতন। (পিতার প্রতি) এ সকলের বন্দোবস্তত অনায়াসেই হতে পারে। নবা চাকরকে একেবারে তাঁর জন্যেই রেখে দেব; তারপর সদু ও টুনী আছে।

সৌদামিনী। হাঁ তোমার মনের কথাটা বুঝেছি, আমাদের বুঝি মাথা টেপ্‌বার কাজে লাগাবে।

নয়ন-তারা। দোষ কি? বাবার চুল বেছে দিস্ নে?

টুনী। না, আমি পরের মাথা টিপ্‌তে পার্‌ব না।

নয়ন-তারা। চুপ্ কর্, উনি আবার মস্ত লেডী হয়ে বস্‌লেন! বাবার বন্ধু আবার পর কিরে?

গৃহিণী। তা বৈকি, তোরা যেন একেবারে কি হয়েছিস্, কি সভ্যতাই যে শিখেছিস্! পান থেকে একটু চুণ খস্‌লে যেন আর সে মানুষকে দেখ্‌তে পারিস্ নে।

সুরেশ। (নয়ন-তারার প্রতি) Helpless Madam! we are all your obedient subjects—অর্থাৎ ভদ্রে! নাচার! আমরা সকলেই আপনার অনুগত প্রজা।

নয়ন-তারা। দাদা! তুমিইত মাটী কর, কোথায় ওদের শাসন করে দেবে, না নিজেই ওদের কথায় বাতাস দেও।

রায় মহাশয়। এত ঝগড়াঝাটি কেন, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে কোনও গোল হবে না।

এই কথোপকথনের পরদিন প্রাতেই বন্দ্যোপাধ্যায় আসিলেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই নয়ন-তারা তাঁহার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ঘরটীতে খাট, বিছানা, একটী কাঠের আল্‌না, আয়নাসমেত একটী টেবল, চিরুণী, ব্রুস, বসিয়া লিখিবার জন্য একটী ছোট টেবল, স্নানের পূর্ব্বে বসিয়া তৈলমর্দ্দনের জন্য ঘরের সম্মুখের বারাণ্ডাতে একখানি জলচৌকি, স্নানের ঘরে জল, তোয়ালে, তৈল প্রভৃতি ও খাটের পার্শ্বে একটী ছোট চৌকির উপরে একটী গুড়্‌গুড়ি পর্য্যন্ত সমুদায় প্রস্তুত।

রায় মহাশয় প্রাতে উঠিয়া নৈহাটী ষ্টেশনে বন্ধুকে আনিতে গিয়াছিলেন। দুই বন্ধুতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নয়ন-তারার আদেশক্রমে নরা চাকর প্রস্তুত; সে আসবাবগুলি মুটের মাথা হইতে নামাইয়া, অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে যেখানে যেটী রাখিলে ভাল হয় রাখিয়া দিল। দুই বন্ধুতে কিয়ৎক্ষণ বাহিরে উদ্যান প্রভৃতি দেখিয়া অবশেষে নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মণিলাল। কালীপদ! তোমার বাড়ীটী কি পরিষ্কার! এমন সাহেবিয়ানা আমি ভালবাসি। (গৃহে প্রবেশ করিয়া ও চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া) আমার জন্যে এই ঘর রেখেছ নাকি?

রায় মহাশয়। হাঁ, পছন্দ হয় ত?

মণিলাল। বাঃ কি নিখুঁত বন্দোবস্ত! এ সব কার কাজ ভাই? তোমার গিন্নী ত খুব পরিপক্ক হয়ে উঠেছেন দেখছি। বৈক বেরিলিতে তোমার বাড়ীতে যখন মাস ছিলাম, তখন এতটা ত দেখি নি।

রায় মহাশয়। কার কাজ তা ক্রমে জান্‌বে। এখন বোসো, চাকর জুতো খুলে দিক, বিশ্রাম কর, তামাক খাও, কাপড় চোপড় ছাড়, আমি একটু পরেই আস্‌ছি।

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মণি বাবুর দেহটা কিঞ্চিৎ স্থূল। আর স্থূলতার বা অপরাধ কি? ভৃত্যের দ্বারা এত তৈল মর্দ্দন ও হস্তপদ সংবাহন করাইলে স্থূলতা ত আপনিই আসিয়া পড়ে। একে স্থূল তাহাতে গাঢ় শ্যামবর্ণ; তাঁহার মস্তকটী চিরদিনই দেহের সঙ্গে তুলনায় ছোট; তাহাতে আবার পেন্সন লওয়ার পর দেহটী, বিশেষতঃ কুক্ষিটী, বৃহদায়তন হওয়াতে মস্তকটী আরও ক্ষুদ্র দেখাইতেছে! নরকপাল-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ নিশ্চয় সেই মস্তকটীর প্রতি অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবেন—এ মস্তকে সদরওয়ালার পদ পাইবার কথা নহে। কিন্তু এ জগতে অনেক ক্ষুদ্রায়তন মস্তকেও অনেক বড় বড় কাজ করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষুদ্রায়তন মস্তকটী বুঝিবা একটু অনিষ্টের কারণ হইল। রায় মহাশয়ের সন্তানগণ, পিতার, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, বিশেষতঃ হরেন্দ্রের, প্রশস্ত ললাট দেখিয়া অভ্যস্ত। ভয় হয়, বুঝিবা তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন মস্তকটী তাহাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করার পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করে।

মণিবাবু পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তামাকু সেবন করিতে বসিবামাত্র রায় মহাশয় গৃহিণী ও নয়ন-তারাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত।

রায় মহাশয়। (গৃহিণীকে নির্দ্দেশ করিয়া) ইহাঁর পরিচয় আর কি দিব, ইহাঁকে ত জানই। (নয়ন-তারার স্কন্ধে হাত দিয়া) এই আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা নয়ন-তারা।

নয়ন-তারা নবাগত অতিথির পদে প্রণত হইলেন।

মণিলাল। (রায় গৃহিণীর প্রতি) কেমন আছগো? কতদিন পরে দেখ্‌লাম, সেই বেরিলিতে দেখেছিলাম, সে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর হলো। তোমার চেহারা অনেক বদলে গেছে। এখন তার চেয়ে মোটা হয়েছ।

রায় মহাশয়। সেটা উভয়তঃ। (সকলের হাস্য) তোমার দেহখানি ত কম নয়?

মণিলাল। (রায় গৃহিণীর প্রতি) তোমার এই মেয়ে না তখন ৭।৮ বৎসরের ছিল।

রায় গৃহিণী। হাঁ, ও তখন আট বছরের ছিল।

মণিলাল। তোমার আর সব ছেলে মেয়ে কোথায়?

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) দুটী বিলাতে আছে তাত জান; তার পর অবশিষ্টগুলি এখন ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে আনা ভার; সময়ে দেখ্‌বে। (সকলের হাস্য)।

গৃহিণী। আমি এখন কাজের বার হয়েছি; আমার এই বড় মেয়ের উপরে সংসারের ভার, ওই আপনাকে দেখ্‌বে শুন্‌বে।

মণিলাল। এর মধ্যেই কাজের বার?

গৃহিণী। আর কি, বুড়ো হাবড়া হয়ে পড়লাম।

মণিলাল। কৈ আমি ত বুড়ো হাবড়ার মত কিছু দেখ্‌ছি নে; আমার গিন্নীকে যদি দেখ্‌তে, তা হলে ভাব্‌তে যে তোমার এখনও যৌবন কাল।

গৃহিণী। আহা তা আর হবে না, কি রকম শোকটা তাঁর উপর দিয়ে গিয়েছে!

মণিলাল। ঐটে যা বলেছ; এ বিষয়ে তাঁর চেয়ে তোমার ভাগ্য ভাল; যেগুলিকে পেটে ধরেছ, ঈশ্বর-প্রসাদে সেগুলি সব বেঁচে আছে।

গৃহিণী। সে বিষয়ে ঈশ্বর আমাকে অনেক দয়া করেছেন।

রায় মহাশয়। কোন্ বিষয়ে করেন নি?

এই বলিয়া রায় মহাশয় ও গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

নয়ন-তারা। প্রাতে কি আপনার কিছু খাওয়ার অভ্যাস আছে।

মণিলাল। হাঁ, একটু চা খেয়ে থাকি।

নয়ন-তারা। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্চি। (গমনোদ্যত)।

মণিলাল। আচ্ছা চা হবে এখন, তুমি একটু বসো।

নয়ন-তারা। নব! বাবুর জন্যে চা আন্‌গে ত। (উপবেশন)

মণিলাল। তোমার আর এক বোন আছে না? তাকে দু' তিন বছরের মেয়ে দেখে এসেছিলাম।

নয়ন-তারা। সেটীর পর আর একটী ভাই ও আর একটী বোন হয়েছে।

মণিলাল। তোমার বিবাহ হয় নি—না?

নয়ন-তারার কাণ লাল হইয়া গেল। তিনি পুরুষের মুখে এমন প্রশ্ন বড় একটা শুনিতে পান না। কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া সলজ্জভাবে—না।

মণিলাল। কেন, এত বয়স পর্য্যন্ত তোমার বাপ মা যে বিবাহ দেন নাই?

নয়ন-তারা। আমার বাবা মা বাল্যকালে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে ভালবাসেন না।

মণিলাল দেখিলেন উত্তরগুলি দিতে মেয়েটীর কাণ লাল হইয়া যাইতেছে। তখন মনে করিলেন, এ প্রশ্নগুলো ইহার পিতা মাতাকে করাই ভাল; সুতরাং নিরস্ত হইলেন। নয়ন-তারাও সংসারের কাজের দোহাই দিয়া সরিয়া পড়িলেন। এ কথোপকথনের বিবরণ গৃহের কাহাকেও বলিলেন না। মনে করিলেন, সেকেলে লোক, উঁহারা সভ্য সমাজের রীতি কিরূপে জানিবেন।

যথাসময়ে ভৃত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। সংবাহন সহকারে তৈল মর্দ্দন করান, একটা মহা পরিশ্রমের ব্যাপার। ভৃত্যকে অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিককাল সেই কুস্তী করিতে হইল। স্নানান্তে দুই বন্ধুতে একত্র আহার করিলেন; গৃহিণী ও নয়ন-তারা পরিবেশন করিলেন।

আহারান্তে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় গৃহে আসিয়া দেখেন যে, শয্যার উপরে পানের ডিবাটী, তৎপার্শ্বে একখানি খবরের কাগজ ও পার্শ্বে তামাকু ভরা গুড়্গুড়িটী প্রস্তুত। দেখিয়াই অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি শয্যাতে যাইতে না যাইতে নয়ন-তারা নিজ কনিষ্ঠা ভগিনীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"এই আমার ছোট বোন সরোজিনী, এ এখন আপনার কাছে থাক্‌বে, আপনার মাথা বেছে দেবে।

মণিলাল। (হাসিয়া) কি আশ্চর্য্য, দুপুর বেলা ছেলেরা যে আমার মাথার চুল বেছে দিয়ে ঘুম পাড়ায় সেটাও শুনেছ! এটা কালীপদর কর্ম্ম।

যাহা হউক তিনি টুনীকে আদর করিয়া নিজ শয্যাতে তুলিয়া লইলেন; এবং তাহার সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। টুনীও অপ্রীতিকর কাজ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পলায়ন করিল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইতে প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল। তিনি উঠিয়া মুখে হাতে জল দিয়া তামাকু খাইতেছেন, এমন সময়ে গৃহিণী আ[illegible]লেন।

মণিলাল। এসগো এস, তোমার ঘর কন্নার বন্দোবস্ত দেখে বড় খুসী হয়েছি। তোমার ছোট মেয়েটী ত বেশ; ওর সঙ্গে অনেক কথা কয়ে দেখ্‌লাম, বেশ লেখা পড়া শিখেছে ত।

গৃহিণী। সে বিষয়ে কর্ত্তার খুব মনোযোগ। ওদের জন্যে মাষ্টার নিযুক্ত আছে।

মণিলাল। মাষ্টারের জন্যে কত ব্যয় কর?

গৃহিণী। তা বড় কম নয়; ছোট ছেলে ও ঐ ছোট মেয়ের জন্যে একজনকে দেওয়া যায় ২৫৲, আর একজনকে ১৫৲, ঐ বড় মেয়েকে সংস্কৃত পড়াবার জন্যে একজন পণ্ডিতকে দেওয়া যায় ৩০৲, আর বড় ও মেজো মেয়েকে বাজনা শেখাবার জন্যে একজনকে দেওয়া যায় ১০৲।

মণিলাল। ও বাবা! খরচটা বড় কম কর না ত? তা না হলে মেয়েগুলি এমন হয়? কালীপদর যত চোট বুঝি বাচ্ছাগুলির উপরে, ধাড়িটীকে বুঝি বাগাতে পারেন নাই?

গৃহিণী। (হাসিয়া) আপনার ত সব জানাই আছে। বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ ছিঁড়ে কি বাচ্ছা করা যায়? উনি কালেজ ছেড়ে কর্ম্মে বস্‌লেই আমার সুরেশ হলো; তার পর পশ্চিমে গিয়ে একা ঘর কন্না দেখা, চাকর বাকর চালান, এই সকলের মাঝে পড়ে সব সময় গেল, পড়ি কখন? তবু ছাড়েন নি, বাঙ্গলাটা একটু শিখিয়ে নিয়েছেন।

মণিলাল। তুমি ত পশ্চিমে মেমেদের সঙ্গে খুব মিশ্‌তে, ইংরিজী না জেনে কি করে চল্‌তো?

গৃহিণী। খুব মেশা আর কি, পার্টি টার্টিতে কখনও কখনও যেতাম, আর তাঁরা বাড়ীতে কখনও কখনও আস্‌তেন। প্রায় তাঁরা সকলেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী বল্‌তে পার্‌তেন, তাতেই কথাবার্ত্তাটা এক রকম চল্‌তো।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে একখানি পরিষ্কার রূপার রেকাবে গরম গরম লুচি, কচুরি, ভাজা, তরকারি, সন্দেশ প্রভৃতি প্রচুর জলযোগের উপ[illegible]রণ, একটী রূপার ডিবাতে পান, ও একটী পরিষ্কার রূপার গ্লাসে এক গ্লা[illegible] জল লইয়া একজন চাকরাণী উপস্থিত।

[illegible]ণিলাল। ও বাবা, এই সব কি আমাকে খেতে হবে?

গৃহিণী। কোন্ সকালে চারিটী খেয়েছেন, খাবেন বৈ কি।

মণিলাল। রক্ষে কর, পেটে জায়গা থাক্‌লে ত খাব।

গৃহিণী। বাড়ীতে কি বিকাল বেলা জল খান্ না।

মণিলাল। যা হোক একটু কিছু খাই।

গৃহিণী। এও ত যাহোক একটু কিছু।

অতিথি মহাশয় অনিচ্ছা সত্বে ও বন্ধু-পত্নীর অনুরোধ বশতঃই হউক, অথবা ভুলিয়া ভুলিয়াই হউক, কথা কহিতে কহিতে সমুদয় দ্রব্য উদরস্থ করিলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিতে লাগিল। গৃহিণীর ত সংসারের কাজের জন্য ব্যস্ততা নাই। সুতরাং তিনি বেলা গণনা না করিয়া, বসিয়া বসিয়া পুরাকালের অনেক গল্প করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত।

রায় মহাশয়। আহারের পর বিশ্রামের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই ত?

মণিলাল। তোমার eldest daughterটী যে jewel, তার বন্দোবস্তের গুণে জানবার যো নেই যে নিজ বাড়ীতে নাই। মাথা টেপার লোক পর্য্যন্ত হাজির।

রায় মহাশয়। কেবল daughterটীকেই বুঝি jewel দেখ্‌লে? motherটী কি অপরাধ কর্‌লে? motherটীও ত কম jewel নয়। তবে old jewel বলে বুঝি তত মনে ধরছে না?

মণিলাল। (অট্টহাস্য করিয়া) Both of them are jewels; but the younger one is a real pearl;—a pearl of great price.

রায় মহাশয়। If the younger one is a pearl, the elder one is still the mother of pearls? (উভয়ের অট্টহাস্য)

গৃহিণী। আবার যে তোমরা ইংরিজী ধর্‌লে। আমার কোনও নিন্দে কর্‌ছো বুঝি?

রায় মহাশয়। নিজের পতির ভালবাসার প্রতি এমনি বিশ্বাসই বটে। দেখ্‌লে ইংরিজী না জানার কেমন সাজা, আমি কর্‌লাম তোমার প্রশংসা তুমি ভাব্‌লে নিন্দে।

গৃহিণী। প্রশংসা কিসের?

রায় মহাশয়। শুন্‌বে? উনি বল্‌লেন তোমার বড় মেয়েটী রত্ন, আমি বল্‌লাম কেন, মা'টী কি কম রত্ন? তাতে উনি বল্‌লেন, হাঁ, দুটাই রত্ন বটে, কিন্তু ছোটটী আসল মুক্তো। আমি বল্‌লাম, ছোটটী যদি মুক্তো হয়, তবে বড়টী ঝিনুক, যার পেটে মুক্তো জন্মে।

গৃহিণী। (হাসিয়া) না বাপু, তোমরা ও সব ছাই কথা ইংরিজীতেই বল; বাঙ্গলাতে বলে কাজ নি।

ক্রমে রায় মহাশয়ের সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে যাইবার সময় উপস্থিত। তিনি ও গৃহিণী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তত হইতে গেলেন। বলিয়া গেলেন, "তুমি ভাই কাপড় পরে প্রস্তত হও, একটু বেড়াতে যেতে হবে।"

এইবারেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুস্কিল! তিনি ভাবিলেন, এরা দুজনে ত সাহেব মেম, এদের সঙ্গে বেড়াতে যাব, সামান্য ধুতি চাদরে যাওয়া উচিত নয়। এই ভাবিয়া তাঁহার পেণ্টলুন কোট প্রভৃতি সভ্য পোষাক বাহির করিলেন। কিন্তু সেগুলি পরিতে গলদঘর্ম্ম! তিন বৎসর হইল তিনি কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়াছেন; তাহার কত বৎসর পূর্ব্বে যে কোটটী করান হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। পেন্সন লওয়ার পর উদরের স্ফীতিটা দিন দিন বাড়িয়াছে, কিন্তু কোটটী ত বাড়ে নাই। এক্ষণে পরিতে গিয়া দেখেন, বোতামগুলি লাগান দুষ্কর! যদিও বা অনেক কষ্টে, অঙ্গুলি ও নখকে অনেক কষ্ট দিয়া, লাগাইলেন, কোট ফাটে কি পেট ফাটে! তৎপরে পেণ্টলুনটীও যে কত দিনের তাহা বলা যায় না। পেণ্টলুনটী পরিতে গিয়া দেখা গেল যে, পদদ্বয়ের গাঁটের সাত আট আঙ্গুল উপরে উঠিল। সেটা দেখিতে ভাল নয়, সভ্য রীতি তা নয়, কিন্তু কি করা যায়, তখন ত আর দরজী ডাকিয়া নামান যায় না। আর এটা যে সভ্য রীতি নয়, সেটাও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জানা নাই; সুতরাং সে জন্য মনে কোনও ম্লানতা হইল না। এইরূপে তিনি অনেকক্ষণে এই পোষাক্ বিভ্রাট হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

ওদিকে কর্ত্তা ও গৃহিণী বাগানের মধ্যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; ভৃত্য আসিয়া ত্বরা দিল; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাড়াতাড়ি আয়নাতে মুখটা দেখিয়া ব্রুস দিয়া চুলটা একটু আঁচড়াইয়া ধাবিত হইলেন। উপরে গাড়ি বারাণ্ডার ছাতে রায় মহাশয়ের সন্তানগণ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায়কে

সেইভাবে দেখিয়া সেখানে হাস্যহাসি পড়িয়া গেল। সুরেশচন্দ্র নয়ন-তারাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"one of the greasy Babus of Bengal—অর্থাৎ তৈলাক্ত বাঙ্গালি বাবুদের মধ্যে একজন। নয়ন-তারা তাঁহাকে বকিতে যাইবেন, এমন সময়ে সৌদামিনী ইংরাজ কবি গোল্ডস্মিথের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"One small head could carry all he knew"; নয়ন-তারা ফিরিয়া তাঁহাকে বকিতে যাইবেন, এমন সময়ে নন্দরাণী বলিলেন, "ও ঠাকুর ঝি! ঐ লেজের মত কি একটা ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে চল্‌লো ভাই!" নয়ন-তারা দেখেন বাস্তবিকই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পশ্চাত দিকে কি একটা গোপুচ্ছের মত ঝুলিতে ঝুলিতে যাইতেছে। নয়ন-তারা বলিলেন—"তাইত! ওটা কি?" (সকলের হাস্য)

ব্যাপারটা এই ঘটিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পেণ্টলুনটী কোমরবন্ধের দ্বারা বাঁধিয়া থাকেন। কোমরবন্ধগাছি পনর বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন। দোষের মধ্যে সেগাছি অতিশয় লম্বা, মোটা ও তাহাতে দুইটী মুদো আছে; দূর হইতে গোপুচ্ছের মত দেখায়। অদ্য তাড়াতাড়ি কাপড় পরিবার সময় নব চাকরকে কোমরবন্ধটাতে গিরে দিয়া গুঁজিয়া দিতে বলিয়াছেন। নবা পশ্চাতদিকে গিরেটা দিয়া এমনি গুঁজিয়া দিয়াছে যে, প্রথম পদ বিক্ষেপেই খুলিয়া গিয়া একটা দিক ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

পশ্চাতে লাঙ্গুলের মত ঝুলিতেছে তাহা বন্দোপাধ্যয় মহাশয় জানিবেন কিরূপে, তিনি তদবস্থাতেই চলিয়াছেন। তিনি বাহির হইয়াই দেখেন রায়-মহাশয় ধুতি চাদর ও তাঁহার গৃহিণী সাড়ী জেকেট পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ভাবিলেন তবে আমি পোষাক পরিলাম কেন?" রায় মহাশয় ত্বরায় তাঁহাকে এই ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি বলিলেন "ওটা লেজের মত কি ঝুলে ঝুলে আসছে হে?"

কর্ত্তার প্রশ্ন শুনিয়া ছেলেরা হাসিয়া গাড়ী বারাণ্ডার ছাত হইতে ঘরের মধ্যে গিয়া কে কার গায়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে! কেবল নয়নতারা একা গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মণিলাল।—(পশ্চাতদিকে চাহিয়া) ও হোঃ কোমরবন্ধটা খুলে গেছে।

রায়মহাশয়। তুমি পোষাক পরতে গেলে কেন? যাচ্চ হাওয়া খেতে, যে পোষাকটাতে বাঁধু বাঁধু করে সেটা কি পরতে আছে?

মণিলাল। আমি ভাবলাম তোমরা সাহেব মেম যেমন তেমন পোষাকে কি তোমাদের সঙ্গে যাওয়া যায়?

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) দেখছনা কেমন সাহেব মেম।

মণিলাল। তাইত, তোমাদের যে দেখি খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। বেরিলিতে ত এমন পোষাকে বেরুতে না।

রায় মহাশয়। আরে সেখানে আমি ছিলাম পদস্থ লোক, মিশতাম ইংরাজদের সঙ্গে, কাজেই পাণ্ট্যালুন কোটটা পরতে হত। সেগুলো কি সাধকরে কেউ পরে? যাও যাও পোষাক বদলে এস।

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বাঁচিলেন। পোষাক পরিবর্ত্তন করাতে ভুঁড়িটা একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ক্রমে তাঁহারা গাড়িতে করিয়া যাত্রা করিলেন। একদিকে কর্ত্তা ও গৃহিণী; গৃহিণীর কোলে নন্দরাণীর খোকাবাবু; তিনি নিজের গলার রবারের পদকখানি লালাযুক্ত করিতেছেন; এক একবার পিতামহীর হাতে ঠুকিতেছেন; ও কত কি বকিতেছেন। অপরদিকে নবাগত অতিথি, টুনী ও মধ্যে মিনী; মিনীর ক্রোড়ে একটী প্রকাণ্ড পুতুল। পুতুলটী ক্রোড়ে মিনী কি গম্ভীরভাবেই বসিয়াছে, তাহা কেহ যদি দেখিতেন নিশ্চয় হাসিয়া ফেলিতেন! পাঁচছেলের মায়েরা এত গম্ভীর ভাবে বসে না।

মণিলাল। এগুলি বুঝি সুরেশের ছেলে মেয়ে?

রায় মহাশয়। এটী তার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র; আর ওটী মধ্যম কন্যা Her gracious Majesty Miss Minnie Roy.

অবশ্য মিনী এ তামাসার কিছুই বুঝিল না। এইমাত্র বুঝিল যে তাহার বিষয়ে কথাটা হইতেছে, অমনি আরও গম্ভীর হইয়া গেল।

মণিলাল। (মিনীর ক্রোড়স্থিত পুতুলের গায়ে হাত দিয়া) এটী কি তোমার ছেলে?

মিনী। আমা খোতা।

মণিলাল। কি বললে ভাই?

রায় মহাশয়। আরে বুঝলে না? তুমি ছেলে বল কেন, ও যে খোকা।

মণিলাল। (হাসিয়া) খোকা কি খায়?

মিনী। আমা মাই খায়, দুদ খায়, এতন বাত খেতে পালে না, যতন বোরে ডবে, তথন বাত খাবে, লুটী খাবে, চব খাবে।

মণিলাল। (হা করিয়া) ও কি বললে ?

রায় মহাশয়। ও বললে, এখন ছোট আছে কি না তাই ওর মাই খায়, দুধ খায়, ভাত খেতে পারে না, যখন বড় হবে, তখন ভাত খাবে, রুটী খাবে, সব খাবে।

গৃহিণী। কি কথা কইবার ছিরী !

মণিলাল। ওগো আমরা সকলেই এক সময়ে ঐ রকম কথা কয়েছি।

বন্ধুত্রয় বায়ুসেবন করিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পরে যথারীতি বৈঠকঘরের আসর বসিল। এইবারে রায় মহাশয় পরিবারস্থ সকলকে স্বীয় বন্ধুর সহিত পরিচিত করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রায় মহাশয়। বড় মেয়েকে ত দেখেছ, ঐ দেখ মেজ মেয়ে সৌদামিনী ; এই ছোটছেলে নরেশ, ডাক নাম পটল। (নন্দরাণীকে নিকটে ডাকিয়া, তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া) এটী আমাদের বৌমা ; এটী বড় দুষ্টু মেয়ে, ওঁর বাপ মা যেমন দুষ্টু উনিও তেমনি দুষ্টু।” (নন্দরাণীর দাড়িতে হাত দিয়া) কি বল ঠিক বলছি কি না ?” (চপলা ও সুধীশকে ডাকিয়া) এই সুরেশের বড় মেয়ে ও বড় ছেলে।

মণিলাল। তাই, তুমি বড় সুখী।

রায় মহাশয়। ঈশ্বরের করুণা ; এ বিষয়ে জগদীশ্বর বাস্তবিক প্রচুর কৃপা করেছেন।—এই কথা বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

এইরূপ নানা কথাতে আহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারের সময় নানা বিশ্রম্ভালাপে সময়টা সুখেই অতিবাহিত হইল। বিশেষ কোনও দুর্ঘটনা ঘটিল না। কেবল আহারান্তে যখন মুখ প্রক্ষালনের জন্য চিলিম্চীটী আনা হইল, তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেবলমাত্র মুখ হাত প্রক্ষালন করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলির দ্বারা দাঁত মাজিতে লাগিলেন। সেটী তাঁর অভ্যাস। কিন্তু তদ্দারা এক প্রকার কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিয়া পটলা ও টুনী একটু হাসিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু নয়ন-তারার ভ্রূকুটীতে তাহা দমন হইয়া গেল।

আহারান্তে বৈঠক ঘরে সকলে আবার সমবেত হইলে, নয়ন-তারা ও সৌদামিনী নবাগত অতিথিকে সেতার বাজাইয়া শুনাইলেন। বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় শেতারের রসজ্ঞ হউন আর নাই হউন, বালিকাদ্বয়ের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন উপস্থিত থাকিলে পাগল হইয়া যাইত; সে গীতবাদ্যে এমনি নিপুণ। গীতবাদ্যের পর নানা আলাপে সময় সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি দশটার পর সকলে স্বীয় স্বীয় শয়ন-মন্দিরে গমন করিলেন।

মণিলাল বাবু শয়ন করিতে গেলে, পূর্ব্বদত্ত আদেশানুসারে নবা চাকর অনেকক্ষণ তাঁহার হস্ত পদ সংবাহন করিয়া দিল। অবশেষে তিনি ভৃত্যকে যাইতে বলিলেন; সে মশারি ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুনিতে পাইলেন, তাঁহার ঘরের দ্বারে নয়ন-তারা নবকে ডাকিতেছেন।

মণিলাল। কে ও?

নয়ন-তারা। আমি নয়ন-তারা। আপনার মশারি কি ভাল করে গুঁজে দিয়েছে? ভাল করে গুঁজে না দিলে মশা কামড়াবে।

মণিলাল। হাঁ মা, মশারি বেশ করে গুঁজে দিয়েছে, তুমি যাও শোও গে। বাপ্‌রে, তোমরা মানুষকে কি যত্ন কর্‌তেই জান!

নয়ন-তারা স্বীয় শয়ন-মন্দিরে গেলেন। গিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বচনাবলী সংগ্রহ করিয়া সঙ্কলিত একখানি গ্রন্থ অনেকক্ষণ পাঠ করিলেন। তৎপরে জীবনের জন্য ও জীবনের সর্ব্ববিধ সুখের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া শয্যাতে গমন করিলেন।

একদিনের বিবরণটা এত বিশেষ করিয়া বলিবার অভিপ্রায় এই যে, মণিলাল বাবু যে কয়দিন ছিলেন, এই ভাবেই তাঁহার আতিথ্য-ক্রিয়াটা সম্পন্ন হইল। তিনি যাইবার সময় নয়ন-তারাকে প্রতিশ্রুত করিয়া গেলেন যে, তিনি একবার জননীর সহিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতার বাড়ীতে যাইবেন। বলিলেন, "আমি ত আর মুখে বলে বাড়ীর মেয়েদিগকে বোঝাতে পারবো না, একবার তোমাদের নিয়ে আমার মাকে ও অন্যান্য মেয়েদিগকে দেখাতে চাই।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বানর্জ্জি সাহেব যে একজন সামাজিক ও সুরসিক লোক তাহা সকলে অগ্রেই জানিয়াছেন। গুণই বল আর দোষই বল এরূপ লোকের এই একটা স্বভাব আছে, যে কোনও স্থানে স্থায়ী বন্ধন হয় না। ইঁহাদের বন্ধুতা প্রসারে যত দেখা যায়, গভীরতাতে তত নহে। সংসারে এক প্রকৃতির মানুষ আছেন, যাঁহারা চাপা, কথা অল্প বলেন, কিন্তু কাজে অধিক করেন; তাঁহাদের বন্ধুর সংখ্যা অধিক নহে; কিন্তু যে দুই চারিটী আছে, তাঁহাদের প্রতি প্রেম অতিশয় গভীর। বানর্জ্জি প্রকৃতির লোক তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইঁহারা যেখানে দুদিন বাস করেন সেখানকে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারেন; হাসিয়া, খেলিয়া, সুমিষ্ট সৌজন্য দেখাইয়া, সকলের চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন। তখন যার সঙ্গে মেশেন সেই মনে করে, বুঝিবা একটা চিরদিনের বন্ধু পাইলাম। কিন্তু যেই পশ্চাৎ ফেরা অমনি বিস্মৃতির জলে সমুদয় নিক্ষেপ! সে বন্ধুতা আর মনে থাকে না।

নারীগণের প্রতি ইঁহাদের এই স্বভাবটা অনেক সময় বড়ই ক্লেশদায়ক হয়। নারীর স্বভাব ইহার বিপরীত। নারীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ গভীর; নারী প্রেম ছড়াইতে জানেন না; বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করিতে পারেন না; নারী এককে ধরিতে চান; একেই নিমগ্ন হইয়া সুখী হন; যাকে ধরেন একেবারে আঁকড়াইয়া ধরেন; ডোবেন ত তাহার সঙ্গেই ডোবেন। বলিতে পারি না নারী-প্রকৃতি ঠিক বুঝিয়াছি কি না। আমাদের ত এইরূপ মনে হয়। অতএব যে নারী কাহাকেও প্রেম করে না, কিন্তু বহুজনে প্রেম ছড়ায়, তাহাকে নারী-কুলে অপকৃষ্ট মনে করি।

এই সামাজিক লোকেরা নারী-হৃদয়কে সময়ে সময়ে অকারণ দলন করিয়া থাকেন। দুই দিনের মিশামিশিতে একেবারে স্বর্গের চাঁদ হাতে আনিয়া দেন; অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া বসেন; নারী-হৃদয়কে হরণ করিয়া আপনাতে আবদ্ধ

করেন। তৎপরে পশ্চাৎ ফিরিলেই সেই বিস্মৃতির জলে নিক্ষেপ। এই নির্দ্দয় খেলা সভ্যসমাজে সর্ব্বদা চলিতেছে।

আমাদের বানর্জ্জি সাহেবকে এতদূর অসৎ লোক বলিতেছি না। তিনি নারী-হৃদয়কে বার বার এইরূপে দলন করিয়াছেন কি না জানিনা। এইমাত্র বলিতে পারি যে তিনি এ জীবনে অনেক স্থানে অনেক রমণীর সংশ্রবে আসিয়াছেন; কিন্তু কাহারও দ্বারা আবদ্ধ হন নাই। অনেকবার বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; বলিয়াছেন,—"বিবাহে ধরিতেছে না। যখন বিবাহে ধরিবে তখন বিবাহ করিব। যেমন রোগে ধরে, প্লেগে ধরে, তেমনি বিবাহেও ধরা চাই।" বানর্জ্জিকে আজ পর্য্যন্ত বিবাহে ধরিতে পারে নাই। তাঁহার পরিচিত নারীকুলের মধ্যে কোনও নারী তাঁহার স্মৃতিকে স্থায়ীরূপে অধিকার করিতে পারেন নাই। এবারে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। চুঁচড়াতে তিন দিন যাপন করিয়া তিনি সে স্মৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। এ পরিবারটী বড়ই ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বোপরি একটী নারী-মূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। নয়ন-তারার সহিত অসংকোচে পরিচিত হইয়া তাঁহার চিত্তে রমণীর আদর্শটা জাগিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে বলিতে বলিতে গিয়াছেন "এই বার বুঝি বিবাহে ধরিল! এ নারী যদি পাই তবে একবার গৃহধর্ম্ম করিয়া দেখি; এ নারীর জন্য সাগর পারে যাইতে পারি।"

সকলে বুঝিতেই পারেন, এরূপ যাঁর হৃদয়ের ভাব সে লোক চুঁচড়াতে আবার না আসিয়া থাকিতে পারেন না। বানর্জ্জি সাহেব ইহার পরে কয়েক বার ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। তিনি আসিলেই রায় পরিবারের সকলের আনন্দ। শিশুরা পর্য্যন্ত চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে। আপনার লোকের সঙ্গে মানুষ যেরূপে মেশে, নয়ন-তারা এবং সৌদামিনী ও সেইরূপে মিশিয়া থাকেন। কিন্তু বানর্জ্জি সাহেব যে অভিলষিতে আসেন, তাহার সুবিধা হয় না। তিনি মনে করিয়া আসেন যে নির্জ্জনে নয়ন-তারার সহিত কথা কহিবেন, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে তলাইয়া দেখিবেন নিজের অনুরূপ ভাব সেখানে আছে কি না; কিন্তু নয়ন-তারাকে নির্জ্জনে পান না; তাঁহাকে সর্ব্বদাই গৃহ-কার্য্যে ব্যস্ত দেখিতে পান, এবং যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, অপর দশ জনের মধ্যেই হয়।

এইরূপ কয়েকবার আসিয়া বানর্জ্জি সাহেব ভাবিলেন, অন্ততঃ দুই চারি দিনের জন্য নয়ন-তারাকে সংসারের এই কাজের ভিড় হইতে দূরে লইতে না পারিলে নির্জ্জনে কথা কহিবার সুবিধা হইবে না। চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, কলিকাতাতে এস, পি, রায় নামে তাঁহার একজন ব্যারিষ্টার বন্ধু আছেন। তিনি রায় মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহাদের সঙ্গে এই রায় পরিবারের বেশ আত্মীয়তা। এ বাড়ীর ছেলেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া বাস করে এবং তাঁহারাও কখনও কখনও এখানে আসিয়া দুই এক দিন যাপন করেন। এস্ পি, রায়ের পত্নীর সহিত নয়ন-তারার বিশেষ বন্ধুতা আছে। বানর্জ্জি সাহেব স্থির করিলেন, এস্, পি, রায়ের পত্নীকে ধরিয়া এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। তদনুসারে একদিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাদের ভবনে গিয়া, বন্ধুর পত্নীর কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। এ বিবাহ সম্বন্ধটা তাঁহাদের বড়ই মনঃপূত। কিন্তু পরক্ষণেই উভয়ে বলিলেন, নয়ন-তারার পিতামাতার অজ্ঞাতসারে এমন একটা পরামর্শ করিয়া তাকে আনা যায় না। সেটা আত্মীয়লোকের মত কাজ হয় না; অতএব সুরেশকে এই পরামর্শের ভিতর লইয়া তাহার দ্বারা পিতামাতাকে জানাইতে হইবে ও নয়ন-তারাকে আনিতে হইবে। বানর্জ্জি সাহেব বলিলেন, "আমি এবার চুঁচড়াতে গিয়ে সুরেশকে বলব।"

তদনুসারে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন তিনি চুঁচড়াতে আসিলেন। সায়ংকালীন আহারের পর সুরেশকে টানিয়া গঙ্গাধারের নীচের বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন। সেখানে বামবাহুদ্বারা তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

বানর্জ্জি। I am going to broach an important subject to you. অর্থাৎ আমি তোমার কাছে একটা গুরুতর প্রস্তাব কর্‌তে যাচ্ছি।

সুরেশ। What subject? বিষয়টা কি?

বানর্জ্জি। Do you know your sister's feelings about her marriage? অর্থাৎ বিবাহ বিষয়ে তোমার ভগিনীর অভিপ্রায় কি তা কি জান?

সুরেশ। Which sister?—কোন বোন?

বানর্জ্জি। I mean the eldest.—সর্ব্বজ্যেষ্ঠটী।

সুরেশ। No, I don't.—না, আমি জানি না।

বানর্জ্জি। What is your feeling with regard to my approaching her with that view,—আমি যদি এভাবে তাঁর সঙ্গে মিশি, সে বিষয়ে তোমার মত কি ?

সুরেশ। Well, as far as I am concerned, I shall be glad if you can capture her ; but there is not much hope for that.—আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, এইমাত্র বল্‌তে পারি তুমি যদি তাকে পাকড়াতে পার, আমি সুখী হব, কিন্তু সে বিষয়ে বড় আশা নাই।

বানর্জ্জি। Do you think your parents will oppose it ?—তোমার পিতামাতা কি এর বিরোধী হবেন।

সুরেশ। They love my sister too well to interfere with her choice.—তাঁরা আমার বোনকে বড় ভালবাসেন, সে যা কর্‌বে তাতে তাঁরা বাধা দেবেন না।

বানর্জ্জি। Will you help me in capturing her ?—তাকে পাকড়াবার বিষয়ে কি আমাকে সাহায্য কর্‌বে ?

সুরেশ। How ?—কি করে ?

বানর্জ্জি। Well, you see whenever I come here I find her always engaged, and during all my visits I have not had an hour's quiet talk with her ; therefore, I have decided upon a plan.—দেখ, আমি যখনই এখানে আসি, নয়ন-তারাকে সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত দেখি ; এতবার এলাম, এক ঘণ্টা নির্জ্জনে কথা বলবার সুবিধা হ'লোনা। শেষে একটা উপায় ভেবেছি।

সুরেশ। Let me know the plan.—উপায়টা আমাকে বল।

বানর্জ্জি। Well, the plan is this—I have arranged with the wife of your cousin, S. P. Roy, that she will invite Nayan-tara to spend a few days with her ; and I shall meet her there ; do you think your parents will object to that plan ?—পরামর্শটা এই,

আমি তোমাদের জ্ঞাতিভাই এস, পি, রায়ের স্ত্রীর সহিত স্থির করেছি যে, তিনি নয়ন-তারাকে কয়েকদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়ীতে রাখবেন; সেখানে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। তোমার কি বোধ হয়, তোমার পিতামাতা এ পরামর্শে আপত্তি করবেন?

সুরেশ। (একটু চিন্তা করিয়া) Wait, I have another plan to propose.—অপেক্ষা কর, আমি আর একটা পরামর্শ উপস্থিত করছি।

বানর্জ্জি। What plan?—কি পরামর্শ বল দেখি।

সুরেশ। I am thinking of taking my sisters to Calcutta during the Christmas holidays, to give them a little diversion. Nayan-tara absolutely needs it; she is so over-worked here.—আমি মনে করছি বড়দিনের ছুটীতে আমার বোনদের কলিকাতায় নিয়ে যাব। তাদের একটু দেখাতে শোনাতে হবে। নয়ন-তারার পক্ষে সেটা বড় দরকার; তাকে এখানে বড় খাটতে হয়।

বানর্জ্জি। Yes, she is,—it is a good idea.—তিনি যে এখানে সুখ খাটেন তাত দেখছি; কথাটা মন্দ নয়।

সুরেশ। At Calcutta we shall stay with our uncle; and my cousins may take her from there to spend a day or two with them; my parents needn't be troubled about it.—কলিকাতাতে আমরা আমাদের খুড়ার বাড়ীতে থাকব; এস, পি, রায় ও তাঁর স্ত্রী সেখান হ'তে দুই একদিনের জন্যে তাকে নিয়ে যেতে পারেন। পিতামাতাকে এ কথা বল্‌তে হবে না।

বানর্জ্জি। The best plan imaginable. Then I shall depend on your coming to Calcutta during the Christmas holidays.—অতি উৎকৃষ্ট পরামর্শ, তবে তোমরা বড়দিনের সময় কলিকাতায় আস্‌বে, তার উপরে আমি নির্ভর করে থাক্‌বো?

সুরেশ। Of course, if nothing extraordinary intervenes.—অবশ্য, যদি হঠাৎ একটা কিছু বিঘ্ন না ঘটে।

ইহার পর একদিন আহারে বসিয়া সুরেশচন্দ্র বড়দিনের সময় কলিকাতায় যাওয়ার কথা উত্থাপন করিলেন।

সুরেশ। (পিতার প্রতি) দেখুন, বাবা! আমি মনে করছি বড়দিনের সময় নয়ন-তারা, সদু, টুনী, পটলা, সকলকে ছুটীর কয়দিনের জন্যে কল্‌কেতায় নিয়ে যাব। সে সময় সহরে দেখ্‌বার মত অনেক তামাসা থাকে; গত বৎসর ওরা কিছু দেখ্‌তে পায় নি, এবার দেখাব। বিশেষ নয়ন-তারার জন্যে সেটা দরকার ও বেচারি খেটে খেটে সারা হলো।

রায় মহাশয়। সে মন্দ কথা নয়।

সৌদামিনী। বড়দা! তুমি কি লক্ষ্মী! আমি ভাবছিলাম, তোমাকে ধরে বস্‌বো, তুমি আমার মনের কথাটা টেনে বলেছ।

টুনী। (পার্শ্বে সমাসীন পটলের গা ঠেলিয়া) ছোড়দা! খুব মজা হয়েচে!

নয়ন-তারা। যেতে হয়ত সকলে যাব, আমরা কজনে গেলে কি হবে।

সুরেশ। তা হলে একটা বাড়ী ভাড়া কর্‌তে হবে। ঐত মুস্কিল! আমরা কজনে গেলে কাকার বাড়ীতে থাক্‌তে পারি।

নয়ন-তারা। বাঃ বৌ বুঝি যাবে না? আমার খাটুনিই কেবল দেখছ, আর ও যে ছেলেগুলো নিয়ে পায়ে বেড়ী দিয়ে বাঁধা আছে, ওর বুঝি একটু নড়া চড়া দরকার নয়?

সুরেশ। ওকে নিতে গেলে ছেলেদের সব নিতে হয়, আয়া টায়া সঙ্গে নিতে হয়, সেই একটা আলাদা বাড়ী চাই; আর ছেলেদের ভাবনা ভাবতে ভাবতে দেখা শোনার সুখটাই হবে না; তারপর বাবা মাকে দেখবার একজন লোক ত এখানে থাকা চাই।

নয়ন-তারা। বাবা মা যদি না যান তবেত আমারও যাওয়া হয় না।

নন্দরাণী। সে কি ঠাকুর ঝি! আমি কি এক হপ্তা ওঁদের দেখ্‌তে পারি নে?

জননী। তা বৈ কি! আমরা কি কচি ছেলে, যে আঁচল চাপা দিয়ে বসে থাক্‌তে হবে।

রায় মহাশয়। (নয়ন-তারার প্রতি) আর কেউ যাক্ না যাক্ তোমার যাওয়া দরকার, তোমার একটু বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন।

সুরেশ। এবারে একটা নূতন ইংরেজ থিয়েটার কোম্পানি আস্‌ছে, তারা চমৎকার হামলেটের অভিনয় করে, নয়ন-তারাকে সেটা দেখাতে হবে।

হামলেট অভিনয়ের নাম শুনিয়াই নয়নতারার মনটা কলিকাতা যাত্রার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝুঁকিয়া পড়িল। তিনি যখন সুরেশের নিকট সেক্সপিয়রের হামলেট পড়েন, তখন হইতে এই অভিনয়টা দেখিবার ইচ্ছা আছে।

কথোপকথনান্তে স্থির হইল, যে নন্দরাণী কর্ত্তা ও গৃহিণীর পরিচর্য্যার জন্য থাকিবেন, সুরেশ ভাই বোনদিগকে ও চপলাকে লইয়া কলিকাতায় যাইবেন। ২১শে ডিসেম্বর পড়াইয়া কলেজ বন্ধ হইবে ও ২রা জানুয়ারি খুলিবে; তাঁহারা ২১শে ডিসেম্বর বৈকালে আহার করিয়া বোটে চড়িবেন; ২২শে ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিবেন; ৩০শে ডিসেম্বর হরেন্দ্রদের স্পোর্টিং ক্লবের ম্যাচ দেখিয়া, ৩১শে ডিসেম্বর চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিবেন; ১লা জানুয়ারি সকলে একত্রে বাগানে গিয়া বন-ভোজন করা হইবে। তদনুসারে কলিকাতায় তারাপদ রায় মহাশয়কে পত্র লেখা হইল।

হরেন্দ্র এই কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। নয়ন-তারাকে বলিলেন, "কয়েক দিনের জন্য আপনার বিশ্রামলাভ হবে, এটা ভালই হ'ল।"

কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব হওয়া অবধি পটলা ও টুনী নাচিতেছে। টুনী "তুই যেতে পেলি না,' তুই যেতে পেলি না' বলিয়া মিনীকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। সে একবার পিতার কাছে, একবার মাতার কাছে, একবার নয়ন-তারার কাছে, একবার পিতামহের কাছে, এইরূপ করিয়া অনুরোধ উপরোধ করিয়া বেড়াইতেছে। কেহই তার কথায় কাণ দিতেছেন না। নয়ন-তারা একবার বলিয়াছিলেন—"মিনীকে নেওয়া যাক্", সুরেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "না ও কিছুই বুঝবে না; কিছুই দেখ্‌বে না; মধ্যে থেকে ওকে নিয়ে একটা লেঠা।" সুতরাং সে প্রস্তাবটা রহিত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ২১শে ডিসেম্বর আসিয়া পড়িল। সেদিন প্রাতে টুনী সুরেশচন্দ্রের গলা ধরিয়া ঝুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড় দা, আমাকে হামলেট দেখাবে না?"

সুরেশ। তুই কি বুঝতে পার্‌বি? তুই বড় হ'লে তোকেও দেখাব।

টুনী। না বড় দা! ছটী পায়ে পড়ি, আমি হামলেট দেখব।

সুরেশ। আচ্ছা কল্‌কেতায়ত চল্ তার পর দেখা যাবে। তোর দেখ্‌বার জিনিসের অপ্রতুল কি! তোকে সার্কাস দেখাব, ক্রিস্‌মাস শো দেখাব, জুওলজিকাল গার্ডেন দেখাব, ফ্যান্‌সি ফেয়ার দেখাব।

টুনী খুসী হইয়া তাঁহার গায়ে, হাতে, কোটে, অগণ্য চুম্বন করিল। সুরেশচন্দ্রও তাহাকে নিজ আলিঙ্গনে বাঁধিয়া তাহার দুই চক্ষে, কপালে, কপোলে অনেক চুম্বন করিলেন। টুনী ছুটিয়া কি কি দেখিবে তাহা পটলকে বলিতে গেল।

বৈকালে ভ্রাতা ভগিনীতে বোটে যাত্রা করিলেন। গান, বাজনা, খেলা, গল্প এই সকলে সময়টা যে কি সুখেই গেল, তাহার বর্ণনা হয় না।

তৎপরদিন বৈকালে তাঁহারা কলিকাতার হাটখোলাতে পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া দেখেন, বিনোদ, বিপিন প্রভৃতি এক দল হাজির। চুঁচড়ার দলের মনে আর আনন্দ ধরে না। সকলে কল কল করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় তারাপদ রায় মহাশয়ের ভবনে পৌঁছিলেন। রায় মহাশয় দ্বারের নিকট উপস্থিত। ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকে দেখিয়া তাঁহার স্নেহ একেবারে উথলিয়া উঠিল। কাকে আলিঙ্গন করিবেন, কাকে চুম্বন করিবেন, যেন ভাবিয়া পান না। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে কাকীমাকে কে কত আদর করিল, তাহার ঠিক থাকিল না। তাঁহারও মনে আজ আনন্দ ধরে না, তাঁহার বাড়ীটা আজ জাঁকিয়া উঠিল। নন্দরাণী আসিলেন না, ইহাতে কাকা কাকীর একটু দুঃখ হইল। আবার যখন শুনিলেন, যে মিনী আসিবার জন্য কাঁদিয়াছিল, তাহাকে আনা হয় নাই, তখন সুরেশকে অনেক তিরস্কার করিলেন। কাকীমা বলিলেন, "কেন আমরা কি তাকে দেখ্‌তে পার্‌তাম না? সে কিছু না দেখুক শুনুক এখানে এলেই তার আনন্দ হত।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই আহারের সময় উপস্থিত। কনিষ্ঠ রায় দক্ষিণে নয়ন-তারা ও বামে সৌদামিনী ও তৎপার্শ্বে টুনী প্রভৃতিকে লইয়া আহারে বসিলেন। তাহাদের আসিবার অগ্রেই কাকীমা তাহাদের জন্য প্রচুর খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা যা খায়, যা করে, তাতেই আনন্দ!

রাত্রিটা সুখেই কাটিয়া গেল। টুনী খুড়ীমার শয্যাতে তাঁর কোলে শুইয়াই রাত কাটাইল। পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই সহরের তামাসা দেখা আরম্ভ হইল। তারাপদবাবু ও সুরেশচন্দ্র কে কোন সময়ে সঙ্গে থাকিবেন, কে কি দেখাইবেন তাহা ভাগ করিয়া লইলেন। দুপরে মিউজিয়ম, রাত্রে সার্কাস, প্রাতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, বৈকালে ফ্যান্‌সি ফেয়ার, রাত্রে থিয়েটার, এইরূপ চলিল।

বড়দিনের দিন তারাপদবাবু নিজের ও জ্যেষ্ঠের ছেলেদিগকে দোকান দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে যে যা চাহিল কিনিয়া দিলেন। এমন কি সৌদামিনী পর্য্যন্ত পছন্দ মত দামী দামী জিনিস লইতে ছাড়িলেন না। কেবল নয়ন-তারা বিশেষ কিছু চান নাই। ইহাতে পিতৃব্য কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। বার বার বলিতে লাগিলেন,—"নয়ন-তারা, তুমি কি চাও ?"

নয়ন-তারা। না কাকা আমার কিছুর দরকার নেই।

তারাপদবাবু। তুমি অল্প বয়সে এত বুড়ুটে হ'লে কেন ? তোমার কি কোনও সাধ আহ্লাদ নেই ? কাকার কাছে বৎসরের দিন একটা কিছু নেও।

নয়ন-তারা দেখিলেন কিছু না লইলে খুড়া মহাশয় দুঃখিত হন, তাই এক ছড়া বড় বড় বিলাতি মুক্তার মালা লইলেন।

২৭এ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৩টার সময় এস্, পি, রায় ও তাঁহার পত্নী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদিগকে দেখিয়া চুঁচুড়ার দলের আনন্দ আরও বাড়িয়া গেল। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর, নবাগতা বধূ নয়ন-তারার হাত ধরিয়া বলিলেন,— "আমি কিন্তু তোমাকে নিতে এসেছি; তোমাকে যতবার আমার বাড়ীতে দুদিন থাক্‌তে বলি, তুমি যাব যাব করে কাটয়ে দেও, এবারে তোমাকে নিজ কোটে পেয়েছি। এবারে "না" বল্‌লে শুন্‌ছি না।"

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) আমি দাদার সঙ্গে হামলেট্ দেখ্‌তে যাব বলে এসেছি, কাল অভিনয় হবে, আমাকে মাপ কর ভাই! আর কোনও সময় যাব।

এস, পি, রায়। কেন, আমরা কি থিয়েটারের পথ চিনি না ? আমরাও ত যাব ; আমাদের সঙ্গে যেও ; সুরেশের সঙ্গে সেখানেই দেখা হবে।

নয়ন-তারা। দল বেঁধে এসেছি, দলটা ভেঙ্গে যেতে ইচ্ছে করে না, আর আমি গেলে কাকা দুঃখিত হবেন।

এস, পি, রায়। আচ্ছা, তারা খুড়োকে আমি রাজি করছি।

নয়ন-তারার বড় ইচ্ছা নয় যে যান। অনিচ্ছার অন্য কোনও কারণ নাই; তবে তাঁর মনের প্রকৃতিটা এরূপ, যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে চায় না।

যাহা হউক, এস, পি, রায় ও তাঁহার পত্নী কোনও ওজর আপত্তি শুনিলেন না; কনিষ্ঠ রায়কে বলিয়া কহিয়া রাজি করিলেন। পিতৃব্য রাজি হইয়াছেন শুনিয়া নয়ন-তারা জ্যেষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন,—"দাদা, তুমি কি বল? যাব কি?" মনে করিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিবেন, কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। তিনি এস, পি, রায় ও তাঁহার পত্নীর কথাতে বাতাস দিতে লাগিলেন। ওঁরা আপনার লোক, আমরা সকলেই দুই এক বার গিয়ে থেকেছি, তুই কখনও ওঁদের বাড়ীতে যাস নি, এত করে ধরেছেন যা, দুদিন থেকে আয়।"

স্থির হইল যে, ২৯শে ডিসেম্বর বৈকালে তিনি পিতৃব্যের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন; ৩০শে সকলে মিলিয়া গড়ের মাঠে চুঁচুড়ার দলের ম্যাচ দেখিতে যাইবেন; ৩১শে রেলে করিয়া চুঁচুড়া ফিরিয়া যাওয়া হইবে।

তদনন্তর জ্ঞাতিদ্বয় নয়ন-তারাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

নয়ন-তারা এস, পি, রায়ের ভবনে পৌঁছিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই, বানর্জ্জি সাহেব তথায় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন-তারা আনন্দিত হইলেন; "বাঃ আপনিও যে এখানে! আমার এক কাজে দুই কাজ হয়ে গেল, আপনার সঙ্গেও দেখা হলো।"

বানর্জ্জি সাহেব রাত্রিকালের আহারের সময় পর্য্যন্ত রহিলেন। এই দীর্ঘ কাল এক মুহূর্ত্তের জন্তও নয়ন-তারাকে ছাড়িলেন না। কত বিষয়েরই কথা হইল, পরস্পর কত মতামত প্রকাশ করা হইল, উভয়ে ভবনসংলগ্ন উদ্যানে সন্ধ্যার সময় কত বেড়াইলেন। অবশেষে যাইবার সময় এস, পি, রায়ের পত্নী তাঁহাকে পরদিন প্রাতে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিলেন "প্রাতে আহার করে সমস্ত দিন এখানে থাকবেন, সন্ধ্যার সময়ে এখানে আহার করে আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে যাবেন।" নয়ন-তারা সেই নিমন্ত্রণে যোগ দিলেন। বলিলেন, "কাল হামলেটের অভিনয় হবে।" বানর্জ্জি চলিয়া গেলেন।

সরলা বালিকা এবারে বুঝিতেই পারিলেন না যে তাঁহার জন্য ফাঁদ পাতা হইয়াছে। গৃহে থাকিতে এরূপ অভিসন্ধিতে কাহাকেও আনিলেই যিনি অগ্রে বুঝিতে পারিতেন ও সতর্ক হইতেন, তিনি কেন এবারে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না? বোধ হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে পরিচিত

করিবার জন্য জ্যেষ্ঠের অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার মনে অভিসন্ধি বিষয়ে সংশয় জন্মিত। এবারে সেরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। কারণ যাহাই হউক, নয়ন-তারার মনে কোনও চিন্তাই আসিল না। তৎপর দিন বানর্জ্জি সাহেব সমস্ত দিন থাকিলেন; বিড়াল যেমন মাছের মুড়াটী আগুলিয়া বসিয়া থাকে তেমনি বসিয়া রহিলেন; কিন্তু এই শুদ্ধমতি সরলা বালিকার বোন্ বোন্ ভাবটাতে প্রণয়ী সাজিয়া বসিবার পথ পাইলেন না। নয়ন-তারা কথা কহিয়া কিছুই ক্লান্তি বোধ করিলেন না, বরং পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন; কিন্তু বানর্জ্জির ইঙ্গিত, গূঢ়োক্তি, প্রণয়োচ্ছ্বাস কিছুরই মধ্যে প্রবেশ করিলেন না।

সায়ংকালীন আহারের পর সকলে থিয়েটারে গেলেন। বানর্জ্জি সাহেব নিজের ব্যয়ে একটী সমগ্র প্রথম শ্রেণীর বক্স বা কামরা ভাড়া করিলেন। বড় সাধ নয়ন-তারাকে পাশে বসাইয়া থিয়েটার দেখিবেন। কিন্তু নয়ন-তারা বক্সে গিয়া যেই দেখিলেন অপর একটী বক্সে সুরেশচন্দ্র, সৌদামিনী প্রভৃতিকে লইয়া সমাসীন, অমনি ধরিয়া বসিলেন,—"আমি দাদার কাছে যাব।" এস, পি, রায়েরা দুই স্ত্রী পুরুষে ও বানর্জ্জি সাহেব স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিছুতেই তাঁহাকে রাখিতে পারা গেল না। তিনি চলিয়া গেলেন; বানর্জ্জি সাহেব ফ্যাল্ ফ্যাল্ তাকাইয়া রহিলেন। নয়ন-তারা সুরেশের কাছে গিয়া বলিলেন,—"দাদা! আমি তোমার কাছে বস্‌বো।" সুরেশচন্দ্র অপর বক্সস্থিত বন্ধুদের প্রতি কটাক্ষে হাসিয়া আপনার বামপার্শ্বে ভগিনীর বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। নয়ন-তারা বসিয়া হৃষ্টচিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের নিকট বসাতে ভালই হইল। নয়ন-তারা বহুদিন পূর্ব্বে হামলেট পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কোন কোন ঘটনা মনে ছিল না, সুরেশচন্দ্র তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন; তাহাতে অভিনয়টা বুঝিবার অনেক সাহায্য হইল।

পরদিনও বানর্জ্জি সাহেব দুপরবেলা আসিয়া আবার ডিমটাতে অনেক তা দিলেন, কিন্তু ডিম ফুটিল না। বোন বোন ভাবটা দূর হইয়া প্রণয়িণী ভাবটা আসিল না; আসল কথাটা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; সাহসে কুলাইল না কিংবা লজ্জাতে বাধা দিল। এ বালিকার চরিত্রে কি একটা আছে, যাহাতে তাঁহাকে দশ হাত দূরেই রাখিল; এমন কি অধিক আত্মীয়তার

স্থলে যে একটা ঘনিষ্ঠ মেশামেশি থাকে, তাহাও করিতে পারিলেন না। তিনি আকৃষ্ট হইলেন, অথচ ধরিতে পারিলেন না; হাত বাড়াইলেন, কিন্তু ছুঁইতে সাহস করিলেন না; মুগ্ধ হইলেন, অথচ আরও অধিক চাহিতে পারিলেন না; বলি বলি করিয়া মুখে আনিলেন, ভাষাতে ফুটিতে পারিলেন না! পাখী তাঁহার ফাঁদে আসিল, বসিল, ডাকিল, উড়িয়া পলাইল, সে ফাঁদ তাহার পায়ে লাগিল না।

এই ভাবে সময় কাটিয়া গেল। সেই দিন বৈকালে সুরেশচন্দ্র নয়ন-তারাকে লইবার জন্য উপস্থিত। এস, পি, রায়, তাঁহার পত্নী ও বানর্জ্জি তিনজনে আগ্রহ করিয়া নয়ন-তারাকে ধরিলেন, "আর একদিন থেকে যাও;" কিছুতেই রাখিতে পারিলেন না। চুম্বকে যেমন লৌহ লাগে, তেমনি তিনি যেন জ্যেষ্ঠে লাগিয়া গেলেন! আর ছাড়ান গেল না।

সুরেশ। (বানর্জ্জিকে নির্জ্জনে ডাকিয়া) Prospects brightening?—কিহে আশা ভরসা কেমন?

বানর্জ্জি। Either her heart is engaged somewhere else or she is still a child in these respects.—হয় আর কাহাকেও ভালবাসে, না হয় এ সকল বিষয়ে এখনও শিশুর মত আছে।

সুরেশ। I think both of these assumptions are true.—আমার বোধ হয় দুই অনুমানই সত্য।

বানর্জ্জি। I have never come across a more pure-minded and simple-hearted woman than your sister.—তোমার বোনের চেয়ে অধিক পবিত্র-চিত্ত ও সরল-হৃদয় স্ত্রীলোক আমার জ্ঞানে দেখি নাই।

সুরেশ। Didn't I tell you there was not much hope.—আমি ত তোমাকে বলেছি বড় আশা নাই।

বানর্জ্জি। But I have not lost my hopes altogether.—আমার আশাটা একেবারে যায় নাই।

তৎপরে ভ্রাতা ভগিনীতে যাত্রা করিলেন। পথে এস্, পি, রায় ও তাঁহার পত্নীর বিষয়ে এবং বানর্জ্জির বিষয়ে অনেক কথা হইতে লাগিল। নয়ন-তারা যেভাবে বানর্জ্জির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, সেই প্রশংসার ছড়াছড়ি দেখিয়া

সুরেশচন্দ্র মনে মনে বলিলেন,—"It seems all his arts of love-making have fallen upon her like water on a duck's back.—অর্থাৎ হাঁসের পৃষ্ঠে যেমন জল দাঁড়ায় না, দেখিতেছি এর মনে বানার্জ্জির প্রেম দাঁড়ায় নাই।

পরদিন চুঁচুড়ার দলের সহিত কেল্লার গোরাদের ক্রিকেটের ম্যাচ। প্রাতঃকাল হইতেই তারাপদ রায় মহাশয়ের ভবনে কল কল আরম্ভ হইয়াছে। বিনোদ, বিপিন প্রভৃতি মেয়েদিগকে অনেক কথা শুনাইয়াছে। কেল্লার গোরাদের সঙ্গে পূর্ব্বে কোন্ কোন্ দলের ম্যাচ হইয়াছিল, তাহাতে কাহাদের জিত হইয়াছে, বিগত বৎসর তাহারা প্রেসিডেন্সি কালেজের দলকে কিরূপে হারাইয়া দিয়াছিল, ইত্যাদি অনেক সংবাদ দিয়াছে। তাহারা জোর করিয়া বলিতেছে, হুগলী কালেজের জিত হইবে না; ক্রিকেটের ম্যাচে ইংরাজকে হারান বড় সহজ কথা নয়। ইহা লইয়া মেয়েদের সঙ্গে তাহাদের অনেক তর্ক বিতর্ক হইতেছে।

যথাসময়ে সকলে খেলা দেখিতে গেলেন। প্রথমে বোধ হইতে লাগিল, যেন গোরারা জিতিবে; কিন্তু ত্বরায় বাজি ফিরিয়া গেল। হরেন্দ্রের দলের লোকেরা পদে পদে জিতিতে লাগিল। তাহারা একটা খেলা জেতে, আর চারিদিকে করতালিধ্বনি উত্থিত হয়। শেষে তাহাদেরই জিত হইল। চারিদিক হইতে ইংরাজগণ আসিয়া হরেন্দ্রের দলের লোকদিগের সহিত করমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। হরেন্দ্র চারিদিকের গাড়িতে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যদি কোনও দিকে নয়ন-তারাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাদের গাড়ি এক পার্শ্বে ছিল।

সেই দিন সায়ংকাল হইতে সহরে এই চর্চ্চাই চলিল; হুগলী কালেজের ছেলেরা খেলাতে কেল্লায় গোরাদের হারিয়ে দিয়েছে। পরদিন খবরের কাগজে এই সংবাদ। তারাপদ রায় মহাশয় বলিলেন, "হরেন এদিকে একবার এল না কেন? আমরা একটা পুরস্কার দিতাম।" নয়ন-তারা কর্ণ ভরিয়া এই সকল প্রশংসা-গীতি পান করিতে লাগিলেন।

পরদিন রায়পরিবারের সন্তানেরা চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিলেন।

বৈকালে হরেন্দ্র নয়ন-তারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

নয়ন-তারা। (হরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া তাঁহার সন্নিধানে গিয়া) আসুন, আসুন, আপনাকে কি পুরস্কার দেব বলুন তো ? কাল আপনাদের খেলা দেখে কি সুখ হয়েছে, তা কি বলবো !

হরেন্দ্র। কৈ আপনাকে ত দেখতে পাই নি।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাকে খুঁজচেন, ভাগ্যে কাছে ছিলাম না।

হরেন্দ্র। কেন কাছে থাকলে কি হতো ?

নয়ন-তারা। বার বার আমার দিকে তাকাতেন, আর আমার লজ্জা করতো।

হরেন্দ্র। প্রথম প্রথম আমার মনে একটা ভয় ছিল কি হয় কি হয়। শেষে সেটা থাকল না।

নয়ন-তারা। সেটা আপনাদের খেলা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। যা হোক এবার আপনারা হুগলী কালেজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, হুগলী কালেজের কেন বাঙ্গালিদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমি যে বলেছি আপনাদের দলের এক দিনের বন-ভোজনের টাকা দেব, তা নিয়ে যান।

হরেন্দ্র। এখন নিয়ে কি করবো, কবে বন-ভোজন হবে আর কত খরচ হবে সেটা ঠিক করি, তার পর নেব। আপনারা বন-ভোজন দেখতে যাবেন ত ?

নয়ন-তারা। ছি ! ছি ! আপনি যে মেয়েদের বেহায়া করে তুলতে চান দেখছি, পুরুষদের ক্লবের সঙ্গে আবার মেয়েরা যাবে কি !

হরেন্দ্র। কেন আপনারা বোটে থাকবেন, বোটের ছাতে বসে দেখবেন।

নয়ন-তারা। তা কি হয়, সেটা ভাল দেখায় না। (একটু মৌনী থাকিয়া) আমার কাকা আমাকে কেমন একটা সুন্দর জিনিষ কিনে দিয়েছেন দেখবেন ?

উঠিয়া মুক্তার মালা ছড়াটী আনিয়া হরেন্দ্রের হস্তে দিলেন।

হরেন্দ্র। বাঃ কি সুন্দর মালা ছড়াটী ! গলায় দিন দেখি।

নয়ন-তারা পরিধান করিলেন।

হরেন্দ্র। (নয়ন-তারার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া) বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

এই কথা গুলি হরেন্দ্র এমনভাবে বলিলেন যে শুনিয়া ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নয়ন-তারার মুখে কি এক অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইল! প্রণয়িণীর মুখে এই শ্রীটী পুরুষের চক্ষে অতি সুন্দর দেখায়। ইহাতে মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে; প্রাণকে সুধারসে প্লাবিত করে এবং দেহ মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রেমকে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়! হরেন্দ্র তাহা অনুভব করিলেন, কিন্তু নয়ন-তারা বোধ হয় এতটা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া মালা ছড়া রাখিতে গেলেন, হরেন্দ্রও টুনী পটলাকে পড়াইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

পরদিন রায়পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ সকলে বোটে করিয়া গঙ্গাতীরস্থিত একটী উদ্যানে বন-ভোজন করিতে গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মণিলালবাবু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন, যে নয়ন-তারাকে তাঁহাদের বাড়ীতে একবার যাইতেই হইবে। তৎপরে গিয়া অবধি বার বার পত্র লিখিতেছেন, "কৈ এলে না?" তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া অবশেষে স্থির হইল, যে তিনি জননীর সহিত একদিন কলিকাতাতে স্বীয় পিতৃব্যের ভবনে যাইবেন, সেখান হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গমন করিবেন। তদনুসারে মণিলালবাবুকে ও তারাপদবাবুকে পত্র লেখা হইল।

মাঘ মাসের প্রথমে একদিন মাতা ও কন্যা কলিকাতায় তারাপদবাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের আগমনে কলিকাতার বাড়ীর সকলের মহা আনন্দ। রায়পরিবারে ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে যেমন সৌহার্দ্দ্য যাএ যাএ তেমনি প্রেম। দুই যাএ একত্র হইয়া পরস্পরের ঘরকন্নার কথাতে সমস্ত দুপরটা অতিবাহিত করিলেন। ছেলেরা স্কুল হইতে আসিয়া দেখে মেজ জেঠাই ও বড়দী আসিয়াছেন, তাহাদের আনন্দ রাখিবার আর স্থান হয় না। জেঠাইমা ও বড়দীকে কত চুম্বন দিল ও কত চুম্বন পাইল! কে

পরীক্ষাতে কেমন হইয়াছে, কে কোন্ ক্লাসে উঠিয়াছে, কে কি বৈ পড়িতেছে, নয়ন-তারা সে সকল সংবাদ লইলেন।

ক্রমে তারাপদবাবু কাছারি হইতে ফিরিলেন। বহু দিনের পর ভাজ ঠাকুরাণীকে গৃহে সমাগত দেখিয়া বড়ই আনন্দ করিতে লাগিলেন।

তারাপদ। যা হোক বৌদিদি! অনেক কালের পর এবাড়ীতে তোমার পাদধূলো পড়ল। ভাগ্যে মণিলালবাবু নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এবার হতে তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে হলে কারুকে দিয়ে নিমন্ত্রণ করাবো।

জ্যেষ্ঠা গৃহিণী। ঠাকুরপো! জানই ত আমার বাড়ী হতে বার হওয়া কত কঠিন। মেয়েটা আমাকে না হ'লে নড়ে না, কি করি কাজেই আস্‌তে হলো।

তারাপদ। কেন এবাড়ীটে কি তোমার বাড়ী নয়? তাঁদের যেমন দেখ, আমাদেরও ত তেমনি একটু একটু দেখ্‌তে হয়। সব ভালবাসা তাঁদেরই দেবে, আমরা কি কেউ নই? মাঝে মাঝে এক আধবার আস্‌তে হয়। এক একবার মুখখানা দেখ্‌লেও প্রাণটা ভাল থাকে। যাহোক এবার যখন নিজ কোটে পেয়েছি, তখন দুচার দিন যেতে দেব না।

জ্যেষ্ঠা গৃহিণী। (হাসিয়া) তোমাদের দুই ভেয়ের কাছে কথাতে ত কেউ পার্‌বে না।

নয়ন-তারা। (পিতৃব্যের প্রতি) তুমি কেবল আমার মাকে দোষ দেবে; কৈ তুমি কেন কাকীমাকে নিয়ে চুঁচড়ার বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাও না? তুমি কাকীমাকে খাঁচার পাখীর মত পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছ, একটু নড়তে চড়তে দেও না, তোমার ভারি অন্যায়।

তারাপদ। এতগুলি ছেলেপিলের মার কি নড়া চড়া সহজ?

নয়ন-তারা। আমার মার বুঝি ছেলেপিলে নেই?

তারাপদ। তোমরা যে বড় হয়েছ, তোমরা ত আর পায়ের বেড়ী নও। তার পর তুমি ত এখন ঘরের গিন্নী বৌদিদী ত এখন স্বাধীন। মিষ্টি জিনিসটা তোমরা একাই নেবে? আমাদেরও এক একটু দেও।

নয়ন-তারা। (উঠিয়া বাহুদ্বারা পিতৃব্যের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক, তাঁহার কপোলে কপোল সংলগ্ন করিয়া) এমন কাকা কারুদের নাই।

কনিষ্ঠ রায় ভ্রাতুষ্পুত্রীর আদর পাইয়া অন্তরে কি গভীর সুখ অনুভব করিলেন, তাহা বর্ণাতীত।

ক্রমে সন্ধ্যা সমুপস্থিত। জননী ও নয়ন-তারা বিনোদকে সঙ্গে করিয়া মণিলালবাবুর ভবনে গমন করিলেন। পার্শ্বের একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া মহিলাদ্বয়কে প্রবেশ করিতে হইল। বিনোদ বেচারার এইখানেই মেজ জেঠাই ও বড়দীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিল! সে বড় দ্বার দিয়া বাহিরের বাড়ীতে গিয়া বাবুদের হস্তে পড়িল।

মহিলাদ্বয় ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র মণিলালবাবু ও তাঁহার পত্নী আসিয়া অনেক অভ্যর্থনা করিলেন। অপরাপর মহিলাগণ নবাগতাদ্বয়কে কৌতূহলপূর্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন মণিলালবাবুর মুখে নয়ন-তারা, নয়ন-তারা শুনিয়া শুনিয়া যাঁহাদের কর্ণদ্বয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ওমা তাই ত একটা দেখ্‌বার মত মেয়ে বটে।"

ইঁহাদের আসিবার পূর্ব্বেই মণিলালবাবু স্বীয় ভবনস্থ বৃদ্ধাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহারা যেন নয়ন-তারাকে অথবা তাঁহার সমক্ষে তাঁহার জননীকে তাঁহার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা না করেন। "মেয়েটী তাতে বড় লজ্জা পায়।" সুতরাং সে বিষয়ে সকলেই সাবধান থাকিলেন।

এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারটীর একটু বর্ণন আবশ্যক। ইঁহারা কলিকাতার বনিয়াদী ঘর। সহরে কত পুরুষ বাস কেহ বলিতে পারে না। বাহির সিমলাতে যে পল্লীতে ইঁহারা থাকেন, সে পল্লীর এতটা স্থান এই পরিবারের লোকে যুড়িয়া লইয়াছেন, যে পল্লীটার নাম বাঁড়ুয্যে পাড়া হইয়া গিয়াছে। পুরাতন পৈতৃক ভিটাতে এখনও কয়েক পরিবার আছেন।

এই ভবনটী প্রাচীন ও নবীনের সমাবেশে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। কোন কোনও অংশ অতি প্রাচীন, ছাতের ইষ্টকগুলি সেকালের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ইট, কড়িগুলিতে আলকাতরা দেওয়া, বাহিরের প্রাচীরে বহুদিন বালি চুণ না পড়াতে লোণা ধরিতেছে; আবার তৎপার্শ্বের অংশে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের অবস্থা একটু ভাল হওয়াতে নূতন ধরণে খড়্‌খড়ি সারসী বসাইয়া রঙ্গ দিয়া, নিজ অংশটুকু সভ্য ধরণের করিয়া লইয়াছেন। বংশ পরম্পরাক্রমে

মত বিষয় ভাগ হইয়াছে, প্রাচীরের পরে প্রাচীর পড়িয়া, সমগ্র বাড়ীখানি, পায়রার খোপের মত হইয়া গিয়াছে! কত দিকে যে কত দ্বার ফুটাইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা কঠিন! যেন পুত্তিকার বল্মীক! যাহারা তন্মধ্যে থাকে তাহারাই জানে, অন্যের জানিবার উপায় নাই।

ক্রমে বসতবাটীতে আর স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে, এক এক পরিবার বাহির হইয়া, আপনাদের প্রয়োজন মত ভবন নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছেন। এইরূপে বাঁড়ুয্যে পরিবার পাড়াটীর অনেক স্থান ব্যাপিয়াছেন।

কিন্তু ইহাদের ভিতরে এই একটী চমৎকার ভাব দেখা যায়, যে পরস্পরের সহিত আশ্চর্য্য সদ্ভাব। সহরের সকল লোকের মুখে শুনা যায়, যে এই বিস্তীর্ণ পরিবারের লোকদিগের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি লইয়া মামলা মকদ্দমা কখনও হয় না। বিবাদের কোনও কারণ ঘটিলে, ইহারা পাঁচজনে বসিয়া একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলেন। এই সদ্ভাব ও শান্তির একটা প্রধান কারণ, ইহাদের একজন কর্ত্তা আছেন, তিনি বর্ত্তমান সময়ে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তাঁহার প্রতি পরিবারস্থ সকলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং তিনিও সকলের প্রতি সমদর্শী। তিনি যে বিচার করিয়া দেন, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

কলিকাতার প্রাচীন বনিয়াদী পরিবারে সচরাচর যেরূপ দেখা যায়, প্রাচীন রীতি নীতি অনেক পরিমাণে এই ভবনে রাজত্ব করিতেছে। যেদিকে চক্ষু পড়িবে সবই যেন সেকেলে। খাটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, বোধ হইবে যেন মান্ধাতার আমল হইতে ঐরূপ এবং ঐ স্থানেই আছে। চেয়ারগুলি সেই সেকেলে ধরণের; অনেকগুলিতে কেহ কখনও বসে না, তাহারা অপেক্ষা করিয়া করিয়া জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও ঘরে যে দুই একখানি ছবি আছে, তাহাও ফরাসি বিদ্রোহের পূর্ব্বকার হইবে। বাড়ীর রমণীগণকে দেখিলে বোধ হয়, কলিকাতার উপর দিয়া যে এত তরঙ্গ, এত বিপ্লব গিয়াছে, এত আন্দোলন, এত চর্চ্চা উঠিয়াছে, কিছুই যেন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। তাঁহারা সেই প্রাচীন কলিকাতাতে বাস করিতেছেন। আজিও গামছাখানি পরিয়া নিভৃতে গমন করেন; বাজারের জিনিসগুলি আসিলে গঙ্গাজলে ধুইয়া গ্রহণ করেন; পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের অনুগ্রহে